প্রতি ৩০ মিনিটে একজন শিশুকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

সারে-জমিন

আসানসোল সার্কিট হাউসে সংখ্যালঘু কমিশনের বৈঠক

রূপসী বাংলা

গোরক্ষা এবং পরিচিতি সত্তা

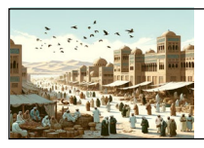

সম্পাদকীয়

ইসলামে শিক্ষা ও ব্যবসার গুরুত্ব

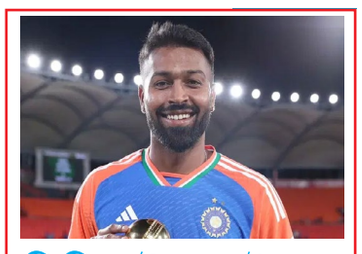

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২১ নভেম্বর, ২০২৪
৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১
১৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

লিভিংস্টোনকে টপকে আবারও এক নম্বরে পান্ডিয়া

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 314 ■ Daily APONZONE ■ 21 November 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

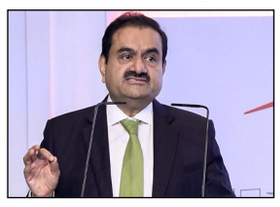

মার্কিন ঘুষ কাণ্ডে জড়িয়ে পড়লেন এবার আদানি!

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা ভারতীয় ধনকুবের গৌতম আদানির বিরুদ্ধে বহু বিলিয়ন ডলার জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান আদানি এবং আদানি গ্রিন এনার্জির দুই নির্বাহী সাগর আদানি ও বিনীত যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা 'লাভজনক সৌরশক্তি সরবরাহের চুক্তি' পেতে ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের ২৫ কোটি ডলার ঘুষ দিতে রাজি হয়েছেন। নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন অ্যাটর্নি ব্রেন পিস এক বিবৃতিতে বলেন, 'অভিযুক্তরা শত শত কোটি ডলারের চুক্তি পেতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার একটি বড় পরিকল্পনা করেছিল। অভিযোগের বিষয়ে আদানি গ্রুপের পক্ষ থেকে আপাতত কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এর আগে এক বিবৃতিতে যদিও জানিয়েছিল, তারা 'সর্বোচ্চ মানের শাসন ব্যবস্থা' পরিচালনা করে দুর্নীতি ও ঘুষ-বিরোধী আইন পুরোপুরি মেনে চলে।'

মুসলিম মহিলাদের পিস্তল তাক করে ভোট না দিতে বলল যোগী রাজ্যের পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের মীরাপুরের এক পুলিশ অফিসার ভোট দিতে আসা কয়েকজন মুসলিম মহিলার দিকে পিস্তল তাক করার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই পুলিশ মহিলা মহিলাদের দিকে পিস্তল তাক করে ফিরে যেতে বলছেন। দেখা যায়, এক মহিলা ওই অফিসারের মুখোমুখি হয়ে জানতে চান, তাঁর দিকে পিস্তল তাক করার অধিকার তাঁর আছে কি না।

ধৃত পুলিশ অফিসার মীরাপুরের কাকারওয়ালি থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও)। নির্বাচন কমিশনকে ট্যাগ করে অখিলেশ যাদবের এক্স পোস্টে দাবি উঠেছে, "নির্বাচন কমিশনের অবিলম্বে মীরাপুরের কাকারওয়ালি থানা এলাকার এসএইচওকে সাসপেন্ড করা উচিত কারণ তিনি রিভলবার দেখিয়ে ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছেন।

এআইএমআইএম প্রার্থী মহম্মদ আরশাদ অভিযোগ করেছেন যে কাকরোলিতে ভোটার উপস্থিতি কম ছিল কারণ পুলিশ লোকজনকে তাদের বাড়ি থেকে বের হতে বাধা দিচ্ছে। তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে

'ভোটারদের হয়রানি' করার অভিযোগ এনেছেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে 'জনগণের শত্রু'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। আরশাদ আরও দাবি করেছেন যে এআইএমআইএম কর্মীদের পুলিশ আটক করছে।

লখনউয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, কারচুপির মাধ্যমে উপনির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক যন্ত্রপাতির অপব্যবহার করছে বিজেপি।

অখিলেশ যাদব বলেন, কারহাল, সিসামাউ, মীরাপুর, কুন্দরকি, ফুলপুর এবং মাঝওয়ান সহ একাধিক আসনে "অনিয়ম" নিয়ে তাঁর দল নির্বাচন কমিশনে (ইসি) অভিযোগ জানিয়েছে। এই অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন বিষয়গুলির প্রতি চোখ বন্ধ করে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন যাদব। "বিজেপি এই উপনির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে নয়, কারচুপির মাধ্যমে জিততে চায়," দাবি করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে শাসক দল "প্রশাসনকে অন্যায় কাজ করার জন্য চাপ দিচ্ছে" এবং বিরোধী সমর্থকদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখছে।

তিনি বলেন, 'আমি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এবং ভোট না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবেন। এটি আমাদের দেওয়া একটি অধিকার এবং প্রত্যেককে এটি ব্যবহার করতে হবে।

ভোটার আইডি চেক করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন এবং মানুষকে ভোট দিতে বাধা দেওয়ার জন্য বিজেপিকে তিরস্কার করেছেন যাদব। এর আগে সপা প্রার্থী সুম্বুল রানা মুজফফরনগরে ভোটারদের হয়রানি ও নির্বাচনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন। আমরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি, মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে, ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ কর্মকর্তারা ভোট দিতে পারবে না বলে মানুষকে বিরক্ত করছে।

তিনি আরও বলেন, নয়াগাঁও, নাগলা বুজুক এবং সাম্বালহেদার মতো এলাকায় ভোটারদের বারবার একাধিক পরিচয়পত্র চাওয়া হয়েছে, এমনকি তারা প্রয়োজনীয় নথি উপস্থাপন করার পরেও। রানা আরও অভিযোগ করেছে, তবে কর্তৃপক্ষ তাদের সমাধান করছে না। যাদব ভোটারদের হয়রানি ও ভোটদানে বাধা দেওয়ার ভিডিও প্রমাণ উপস্থাপন করার পরে যাদব এই নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগে কমপক্ষে পাঁচ পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে। মীরাপুর কেন্দ্রে ভোটার চেক সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের নিয়ম না মানার জন্য মুজফফরনগরে শাহপুর থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর নীরজ কুমার এবং ভোপা থানার ওমপাল সিংকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ড পরীক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি এবার অনলাইনে

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: করোনা পরবর্তী সময়ে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের মধ্যে প্রথম নবম এবং একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সূচনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ। এবার ২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা-২০২৫ এর তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অনলাইনে সম্পন্ন হওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হলো। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনলাইন আবেদনের জন্য পোর্টালটি ৩রা ডিসেম্বর খোলা হবে। ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত জরিমানা ছাড়াই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। এই সময়সীমার কেউ আবেদন করতে না পারলে জরিমানা দিয়ে ফর্ম পূরণের সুযোগ থাকবে ২০ই ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত। বিশেষ জরিমানা দিয়ে ফর্ম পূরণের সুযোগ থাকছে ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত। আবেদন করার জন্য লগইন করতে হবে https://wbbmeexam.org/ তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়ার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলি এবং নির্দেশিকা মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

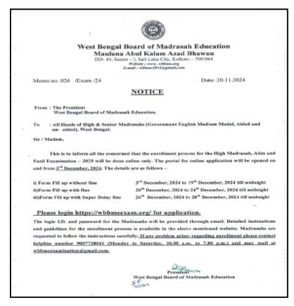

West Bengal Board of Madrasah Education
Maulana Abul Kalam Azad Bhawan
DD- 45, Sector – I, Salt Lake City, Kolkata – 700 064
Website : www. wbbme.org
E.mail : wbbme2011@gmail.com

Memo no. 026 /Exam /24 Date: 20.11.2024

NOTICE

From : The President
West Bengal Board of Madrasah Education.

To : All Heads of High & Senior Madrasahs (Government English Medium Model, Aided and un- aided), West Bengal.

Sir / Madam,

This is to inform all the concerned that the enrollment process for the High Madrasah, Alim and Fazil Examination – 2025 will be done online only. The portal for online application will be opened on and from 3rd December, 2024. The details are as follows –

i) Form Fill up without fine	3rd December, 2024 to 19th December, 2024 till midnight
ii)Form Fill up with fine	20th December, 2024 to 24th December, 2024 till midnight
iii)Form Fill up with Super Delay fine	26th December, 2024 to 28th December, 2024 till midnight

Please login https://wbbmeexam.org/ for application.

The login I.D. and password for the Madrasahs will be provided through email. Detailed instructions and guidelines for the enrollment process is available in the above mentioned website. Madrasahs are requested to follow the instructions carefully. If any problem arises regarding enrollment please contact helpline number 9007738041 (Monday to Saturday, 10.00 a.m. to 7.00 p.m.) and may mail at wbbmeexamination@gmail.com.

President
West Bengal Board of Madrasah Education

তালিকাভুক্তির বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সোম থেকে শনিবার, সকাল ১০.০০ থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ পর্যন্ত 9007738041 হেল্পলাইন নম্বরে বা wbbmeexamination@gmail.com এ যোগাযোগের অনুরোধ করা হয়েছে বোর্ডের তরফে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিন 'আপনজন' প্রতিনিধিকে বলেন, 'আমরাই সর্বপ্রথম কোভিড পরবর্তী সময়ে নবম এবং একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন অনলাইন মাধ্যমে চালু করেছিলাম, এবার ২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা-২০২৫ এর তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াও অনলাইন মাধ্যমে চালু করা হল। আমরা ডিজিলকরণ চালু করেছি, পরীক্ষার্থীদের খাতা রিভিউ এবং স্কুটনির আবেদনেরও সুযোগ থাকছে অনলাইনের মাধ্যমে।' পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের প্রযুক্তিগত উত্তরণের কথা তুলে ধরে বোর্ড সভাপতি বলেন, 'আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে বর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। একবিংশ শতাব্দীর যে শিক্ষা পদ্ধতি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে মাদ্রাসার ঐতিহ্য বজায় রাখার যথাযথ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

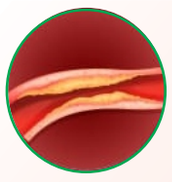

ড. আবু তাহের কামরুদ্দিন
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ

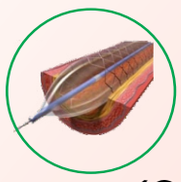

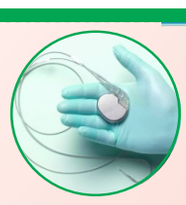

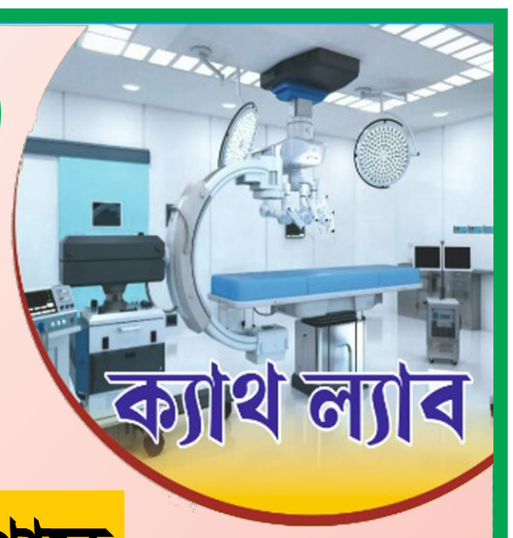

আমরাই সর্বপ্রথম কোভিড পরবর্তী সময়ে নবম এবং একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন অনলাইন মাধ্যমে চালু করেছিলাম, এবার ২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা-২০২৫ এর তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াও অনলাইন মাধ্যমে চালু করা হল।

প্রথম নজর

৬ আইপিএস অফিসারকে রদবদল ঘটাল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মুরলী ধর শর্মাকে সরানো হল। মুরলী ধর শর্মা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পদেও ছিলেন।তাকে পাঠানো হল ব্যারাকপুর পুলিশ একাডেমির আইজি পদে। কলকাতা পুলিশের নতুন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হলেন প্রণব কুমার। সরানো হলো হাওড়ার গ্রামীণ - এর এসপিকে। স্বাতী ভাঙ্গারিয়া কে সরানো হল। নতুন পুলিশ সুপার হলেন সুবিমল পাল। কলকাতা পুলিশের নতুন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার এর আগে ব্যারাকপুরের পুলিশ একাডেমিতে ছিলেন। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ বিশ্বজিৎ মাহাতোকে বদলি করা হয় হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল পদে। এসএস আইবি সুরিন্দার সিং বদলি হলেন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ পদে। বুধবার মোট ছজন আইপিএসের রথ বদলে সম্মতি দেয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান

জে এ সেখ ● জামালপুর

আপনজন: সারা রাজ্য জুড়ে ২০-২১ নভেম্বর দুদিন ব্যাপী চলছে আদিবাসী মেলা। এবারের বিশেষত্ব হল, এবছর বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী। জামালপুর ব্লকের এবছরের দু দিন ধরে আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয় পাঁচড়া কিষানমান্ডিতে। প্রথমে আদিবাসী নিয়ম মেনে পূজা পাঠ করা হয়। ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খান, বিডিও পার্থ সারথী দে ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক সহ অন্যান্যরা।আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, কৃষি আধিকারিক কাজী সঞ্জীবুল ইসলাম, ব্লকের অগ্রসর কল্যাণ অফিসার সুপ্রভাত মুখার্জী, আদিবাসীয়ের পক্ষ থেকে তারক টুডু, দেবু হেমব্রম, রবিন মান্ডি, লালু হেমব্রম প্রমুখ। আদিবাসী ভাষায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আদিবাসী শিল্পীরা।

৭-১৪ ডিসেম্বর ‘নদী ভাঙন প্রতিরোধ যাত্রা’ এসডিপিআইয়ের

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার এসডিপিআই-এর রাজ্য অফিসে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর ভাঙন প্রতিরোধ কল্পে বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করার জন্য এসডিপিআই একটি সংবাদ সম্মেলন করে। বক্তব্য রাখেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাজ্য সহসভাপতি মুহাম্মাদ সাহাবুদ্দিন। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফারাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত “নদী ভাঙন প্রতিরোধ যাত্রা” নামে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার স্থায়ী ভয়ংকর সমস্যা এই নদী ভাঙন। দশকের পর দশক প্রতি বছর জমি জমা, বাড়ি ঘর, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জীবন ও সম্পদ, গবাদিপশু নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জনপদ অনেক বার পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। মাইলের পর মাইল জনপদ নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। দরকার ছিল এই ভাঙন সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বলে ঘোষণা করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা। কোন ইউনিয়ন সরকার এবং কোন রাজ্য সরকার যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। কোন রাজনৈতিক দল মাথা ঘামায়নি। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণকে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসডিপিআই ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ফারাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত “ নদী ভাঙন প্রতিরোধ যাত্রা” নামে একটি পদযাত্রা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচির বিস্তারিত জানান রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও যাত্রা কর্মসূচির প্রধান হাকিকুল ইসলাম। সমাপ্তি সভা হবে লালগোলা এম এন একাডেমী মাঠে। পদযাত্রায় বিভিন্ন দিন হাঁটবেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনরা । নদী গবেষকরা।

তিনি আরও জানান এর পরবর্তী কর্মসূচি আছে লালগোলা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত পদযাত্রা। তার পরবর্তী কর্মসূচি হল রাজ্য নদী ভাঙন প্রতিরোধ দপ্তর অভিযান । ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের সমস্ত কর্মসূচি শেষ করা হবে। সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম সহ রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২০২৬ বিধানসভার লক্ষ্যে জনসংযোগে জোর চুঁচুড়ার বিধায়কের

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার লোকসভা ভোটে তার বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পিছিয়ে পড়ার কারণ নিয়ে ক্ষুব্ধ এবং চিন্তিত। মাত্র ৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপির কাছে পিছিয়ে পড়া মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। এই কারণেই তিনি একটি পরিকল্পনা নেন যে, তার বিধানসভার যেসব এলাকায় ভোট কম পড়েছে বা বিজেপির পক্ষে গেছে, সেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যাবেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সমস্যাগুলি বুঝে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন। বুধবার সকালে তিনি কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্যাস গোডাউন থেকে তার পদযাত্রা শুরু করেন। গ্রাম থেকে গ্রাম, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তিনি মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন। কোথাও তিনি ভালোবাসা পান, আবার কোথাও পড়তে হয় বিক্ষোভের মুখে। তবুও তিনি ধৈর্য ধরে সবার কথা শোনেন এবং বারবার বলেন, “যেখানেই অসুবিধা হোক, আমি সেটি সংশোধন করব।”পদযাত্রার সময় তিনি মানুষের কাছে তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। পাশাপাশি, এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তিনি প্রতিশ্রুতি

দেন তা সমাধানের। একটি মিড ডে মিল সেন্টার পরিদর্শন করে তিনি খাবারের গুণমান যাচাই করেন এবং নিশ্চিত করেন যে বাচ্চারা সঠিকভাবে পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন যে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভুল হয়েছে, কিন্তু সেগুলি শুধরে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করে বলেন, “বিজেপির সদস্য অভিযান দেখে বিধায়ক এইসব করছেন।” তার অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এতটাই বেড়েছে যে, যেখানেই বিধায়ক যাচ্ছেন সেখানেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। বিধায়ক অসিত মজুমদার এই বিষয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “চুঁচুড়ার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালোবাসে। আমাদের কোনো ভুল থাকলে তা শুধরে নেব। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে।”

আসানসোল সার্কিট হাউসে সংখ্যালঘু কমিশনের বৈঠক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● আসানসোল

আপনজন:পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল সার্কিট হাউসে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের উদ্যোগে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন এমপি আহমেদ হাসান ইমরান। সংখ্যালঘু কমিশনের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন বিকাশ বড়ুয়া, শাহনাজ কাদরী, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম এবং নুঝহাত যায়নাব (ডব্লিউ বিসিএস এক্সিকিউটিভ)। বৈঠকে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ , বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংখ্যালঘু সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয় বৈঠকে।

আসানসোলের সৈয়দ মাহফুজুল হাসান অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসন বেছে বেছে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করছে। খ্রিস্টান প্রতিনিধি ফ্রান্সিস খ্রিস্টান সমাজের প্রতি নানা বঞ্চনার বিষয় তুলে ধরেন। মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন উল্লেখ করেন, আসানসোলে বহু উর্দুভাষী মানুষ বসবাস করেন, কিন্তু সরকারি নোটিশ বা লিফলেট উর্দুতে না হওয়ায় তাদের সমস্যা হচ্ছে। মোহাম্মদ ইমরান আসানসোলের উর্দু মিডিয়াম স্কুলগুলোর বেহাল দশা তুলে ধরে জানান, যেখানে ৪,৫০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে, সেখানে মাত্র ২২ জন শিক্ষক রয়েছেন। আসানসোলের বিখ্যাত ইমাম ইমদাদুল্লাহ রশিদি রেল পাড় সংলগ্ন এলাকার হাসপাতালগুলোর সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জৈন ধর্মের প্রতিনিধি নিশান্ত সেট জৈন মংকদের চলাচলের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বংশধর সোনালী কাজী চুরুলিয়ার বেহাল অবস্থা নিয়ে কথা বলেন এবং চুরুলিয়াকে নজরুল তীর্থ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জাতীয় শিক্ষক ড. কালিমুল হক সংখ্যালঘু শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাবনা দেন। সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সমস্যার সমাধানে আন্তরিক উদ্যোগ নেবেন বলে জানান। তিনি এডিএম ও ডোমাকে সংখ্যালঘু নাগরিকদের সমস্যার সমাধানে মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলার গুরুত্ব আরোপ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, সভাপতি ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংখ্যালঘুদের মানোন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং আর্থসামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

স্টেশনে ঘোষণা বাংলা ভাষায় করার দাবি

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: স্টেশনে সমস্ত ঘোষণা বাংলা ভাষায় করার পাশাপাশি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শন ফলক গুলি তে বাংলা ভাষায় লেখতে হবে। নিত্যদিন এই রুটে চলাচলকারী মালদা টাউন, কাটিহার জংশন, এন জে পি ও শিলিগুড়ি গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও এক্সপ্রেস ট্রেন গুলিতে জেনারেল শ্রেণীর বগির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বুধবার পাঁচ দফা দাবিতে মালদহ জেলা বাংলা পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশনে ডেপুটেশন প্রদান করা হল। উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষের জেলা সম্পাদক উত্তম মন্ডল ও জেলা সহ সম্পাদক আশরাফুল হক সহ অন্যরা। আশরাফুল বলেন, এই রুটে চলাচল কারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলির ভালুকা রোড, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং কুমেদপুর স্টেশনে স্টপেজ, স্টেশন সংলগ্ন পার্কিং ব্যবস্থার উন্নতিকরণ ও স্টেশনের দুই পাশের রাস্তা মেরামত করার দাবি জানানো হল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মহিষাদল ব্লক ও থানায় ডেপুটেশান কিষান মোর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বুধবার বিকাল চার ঘটিকায় মহিষাদল থানা ও বিডিও অফিসে ডেপুটেশান দিল বামফ্রন্ট সমর্থিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চা।বামফ্রন্ট নেতৃত্ব পরিতোষ পট্টনায়েক বলেন দেশ ও রাজ্যে লাগামহীন নারী নির্যাতন বেড়ে চলছে,পেট্রোপণ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি লাগাম ছাড়া,দেশে রেকর্ড বেকারত্ব,রাজ্যে বাংলার আবাস যোজনায় প্রকৃত প্রাপকদের সকলেরই ঘরের দাবি তুলে ধরেন।পরিতোষ পট্টনায়েক আরো জানান ১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবিতে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চা আন্দোলন আরো জরালো করা হবে বলে জানান।

সমস্যা নিরসনে নারায়ণ গোস্বামীর নয়া কর্মসূচি ‘ওয়ার্ডে বিধায়ক’

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: দল-মত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সমস্যা জানতে বিধায়ক আসবেন, মাইকিং করে প্রচার করা হয়েছিল অশোকনগর পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় । সেইমতো অশোকনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন নবভারতী শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের জমায়েত লক্ষ্য করা যায় বিকাল থেকেই । সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে উপস্থিত হন অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী । বিধায়ককে হাতের নাগালে পেয়ে রাস্তা, পানীয় জল, ড্রেন, বার্ধক্য ভাতা, বাড়ির সমস্যা সহ ব্যক্তিগত সমস্যাও জানানো শুরু করেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা । খোলা আকাশের নিচে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন বিধায়ক । সমস্যা জেনে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ফোনালাপ এর মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেন নারায়ণ গোস্বামী ।

তবে এ দিন নারায়ণ গোস্বামীর মানবিক উদ্যোগে এলাকারই এক অসহায় অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নিজের গাড়িতে করে হাবড়া হাসপাতালে পাঠানোয় প্রশংসিত হচ্ছেন তিনি । ওয়ার্ডে বিধায়ক কর্মসূচি চলাকালীন বুধবার অশোকনগর পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের লেক পার্কেট বছর সত্তরের কানাই লাল বিশ্বাস টলোমলো শরীর নিয়ে বিধায়কের কাছে উপস্থিত হন । জানান, গত প্রায় ছয় বছর ধরে বিছানা সজ্জা । গত দু’বছর ধরে পেটের সমস্যা বেড়েছে গলা-বুক জ্বালা করে, খেতে পারেন না, তিন মেয়ে বিবাহিত খোঁজ নেন না কেউই, স্ত্রী বছর চৌষট্টির সবিতা বিশ্বাস পরের বাড়ি ২০০০ টাকা মাসিক বেতনে সংসারের কাজ করেন তাই দিয়ে চলে সংসার, বার্ধক্য ভাতা পান না । সমস্যা জেনে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বিধায়ক, ফোন করেন হাবরা হাসপাতাল সুপারকে । গুরুত্ব সহকারে বৃদ্ধার সমস্যা খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানান তিনি । বৃদ্ধাকে হাত ধরে নিজের গাড়িতে তুলে দেন হাবড়া হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য । বৃদ্ধার গায়ে শীত বস্ত্র না থাকায় নতুন শীতবস্ত্র কেনার জন্য টাকাও দেন তিনি । পরবর্তীতে যেকোনো রকমের চিকিৎসার খরচ এবং আনুষঙ্গিক খরচা নারায়ণ গোস্বামী দেবেন বলেও পরিবারকে আশ্বস্ত করেন । বিধায়কের গাড়িতে উঠতে উঠতে চোখের জল মুছে অসুস্থ বৃদ্ধ বিধায়ককে ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করেন । বৃদ্ধের কথায়, ‘বাবার দয়ায় নতুন জীবন পেতে চলেছি ।’ পরে ‘ওয়ার্ডে বিধায়ক’ কর্মসূচি থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধ খোকা পোদ্দারেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বিধায়ক ।

দুয়ারে সরকারের অনুপ্রেরণা থেকে প্রশাসনিক প্রধানরা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে । একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভায় অশোকনগর শহীদ সদন প্রেক্ষাগৃহে ‘ওয়ার্ডে কর্মসূচি’ করার কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী । অবশেষে বুধবার সেই কর্মসূচি সূচনা হলো । প্রথম দিন অশোকনগর পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে ওই কর্মসূচিতে প্রায় শতখানিক মানুষ বিধায়কের কাছে সমস্যার কথা জানান । এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, ‘পর্যায়ক্রমিকভাবে অশোকনগর পৌরসভার ২৩ টি ওয়ার্ডেই এই কর্মসূচি হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির অনুপ্রেরণায় ‘ওয়ার্ডে বিধায়ক’ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সামাজিক, ব্যক্তিগত সমস্যা জানিয়েছেন । সমস্যা সমাধানের যথাযথ চেষ্টা করা হবে, সমস্যা কতটা সমাধান করা গেল সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পত্র দিয়ে জানানো হবে ।’ তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা আমার নেই, আমি সবার বিধায়ক, আবার এটাও ঠিক আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ নিয়ে চলি ।’ এদিনের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে সকলেই তাদের সমস্যার কথা জানান, স্থানীয় কাউন্সিলর বা এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বদের বিরুদ্ধেও যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেকথাও জানানোর অনুরোধ করে নারায়ণ গোস্বামী । স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা ওয়ার্ডে বিধায়ক কর্মসূচির আয়োজন করলেও তাদের উপস্থিত থাকা নিষেধ ছিল । কর্মসূচিতে ছিল না কোনো দলীয় পতাকা । সব মিলিয়ে বিধায়কের ব্যতিক্রমী উদ্যোগে এদিনের কর্মসূচিথেকে উপকৃত হলেন অশোকনগর পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের বহু মানুষ ।

বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূষিত বায়ো মেডিকেল বর্জ্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বাইরেটা যতটা ঝা চকচকে গেটের ভেতরে ঢুকলে ততটাই দুর্গন্ধ। হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে আবর্জনা স্তূপ, চারিদিকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট। এই বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট যেখানে সেখানে ফেলা যায় না। এই বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট থেকে বিরল রোগ ছড়াতে পারে। ভ্যাট উপচে পড়ছে আবর্জনা । আবর্জনা স্তুপের পাশেই রয়েছে রোগীর আত্মীয়দের বসার জায়গা । চরম সমস্যায় রোগী রোগীর আত্মীয়রা। রোগীর আত্মীয়দের দাবি হাসপাতালে রোগী নিয়ে এসে নিজেরাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। এই আবর্জনা থেকে রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন রোগীর আত্মীয়রা। স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের সাফ সাফাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার থাকা দরকার যাতে কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি এই নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে তারই দাবি জানিয়েছেন তারা।

হাসপাতাল সুপারের দাবি ওই স্থানে বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট থাকার কথা নয় তবে বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। সাফাইয়ের গাড়ি কম থাকার জন্য এবং রোগীর পরিমাণ বেশি থাকার জন্য ওইখানে আবর্জনা জমেছে। বিষয়টি হাসপাতালে পক্ষ থেকে পৌরসভা কে জানানো হয়েছে পরিষ্কার করার জন্য।

সীতাপুর দরবার শরীফে ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন:সম্প্রতি ফুরফুরা শরিফের পীর হযরত দাদা হুজুরের দ্বিতীয় বসত বাড়ি সীতাপুর দরবার শরীফে দারুন্নেদা মাদ্রাসার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরেপ্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক সম্মেলন ও নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই দিন ফিবছরের মত এবারেও পীর হযরত আবুল ফারাহ সিদ্দিকী হুজুরের ইয়াদগারে ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।পীর সাহেবের প্রতিস্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রাজ্যের সুপ্রশিদ্ধ শিক্ষালয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন আল-ফারাহ মিশনের সাধারণ সম্পাদক (প্রাক্তনী সংসদের প্রধান উপদেষ্টা) পীরজাদা মাওলানা মোঃ তামিমুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, সহ সম্পাদক মাওলানা মোঃ সিরাজুল মল্লিক সাহেব, এবং দারুন্নেদা সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক জনাব মোঃ ইসমাইল সাহেব। এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পরিবেশবান্ধব পেন বিতরণ। পেনগুলোর সাথে সংযুক্ত গাছের বীজ আমাদের পরিবেশ রক্ষার প্রতি একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ন সাফল্যমণ্ডিত করার পথ সুগম করেছে। সৈয়দ আজমত হোসেন, মাওলানা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন,পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী, পীরজাদা মোয়ারেখিন, পীরজাদা হাসান সিদ্দিকী, আব্দুল জব্বার, মাওলানা সৈয়দ লাবিব আবান ও সেখ সাহিদ আকবর প্রমুখ হাজির ছিলেন।

রক্তের রিপোর্ট ভুল করার অভিযোগ

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: কিডনির সমস্যার রোগীর রক্তের নমুনার ভুল রিপোর্টের অভিযোগ ডায়মন্ড হারবারের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে। এরই জেরে ডোনার জোগাড় করেও রক্তের নমুনার ভুল রিপোর্টের কারনে কিডনি না পেয়ে মরণাপন্ন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির রাজনগরের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর মোল্লা। কাঠগড়ায় ডায়মন্ড হারবার এর বেসরকারি ডায়গনস্টিক সেন্টার। ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে ডায়মন্ডহারবার থানায় অভিযোগ রোগীর পরিবারের। রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, কুলপি রাজনগরের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর মোল্লা প্রায় এক বছর কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন । ডায়ালিসিস করে চলছিল চিকিৎসা। এরই মাঝে পরিবারের লোকজন কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা করাতে ডায়মন্ডহারবারের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে। অভিযোগ সেই সময় রিপোর্টে রোগীর রক্তের নমুনা আসে বি পজিটিভ সেভাবেই চলছিল চিকিৎসা। পরিবারের লোকজন নিজেদের শেষ সম্বল বেচে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি একই রক্তের গ্রুপের কিডনি ডোনারও খুঁজে বের করেন। বিপত্তি ঘটে এর পরই কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য পুনরায় অন্যত্র রক্তের নমুনা পরীক্ষা করলে দেখা যায় জাহাঙ্গীর মোল্লার রক্তের গ্রুপ A পজিটিভ। রক্তের গ্রুপের পরীক্ষা সঠিকভাবে জানতে পুনরায় বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে রোগীর পরিবারের লোকজনকে জানান তাদের রিপোর্ট সঠিক পরে পুনরায় নিজেরাই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করলে জাহাঙ্গীর মোল্লা রক্তের গ্রুপ A পজিটিভ আসে। রক্তের গ্রুপ নির্বাচনে ভুল রিপোর্ট দেওয়াতে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য একই রক্তের গ্রুপের কিডনি ডোনার জোগাড় করেও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর ভুল রিপোর্টের ফলেই শেষ পথে ডোনার হারিয়ে মরণাপন্ন জাহাঙ্গীর মোল্লা।

কাটাগাড়ি খালে তৈরি হবে কালভার্ট

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্য মহম্মদ আমিনুল হকের উদ্যোগে জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটা গাড়ি খালে নির্মিত হবে কালভার্ট।

বুধবার ফিতা কেটে সেই কালভার্টের শিলান্যাস করলেন আমিনুল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালিওরের চাকলা মাঠে প্রায় পাঁচশো বিঘা জমি রয়েছে। কাটা গাড়ি খালের উপর কোনও কালভার্ট না থাকার কারণে মাঠের ফসল বাড়িতে নিয়ে আসতে বড় সমস্যা হতো চাষিদের। বিশেষ করে বর্ষার সময় ঘুর পথে ফসল বাড়িতে নিয়ে আসতে হতো। গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় আমিনুলের কাছে এলাকার মানুষ কালভার্টের দাবি করেছিলেন। সেই দাবি রাখলেন তিনি। আমিনুল বলেন, দক্ষিণ তালসুর, গহমাবাদ, মৌলবি টোলা ও কাশ্মীর টোলার মানুষ মাঠের ফসল তুলে নিয়ে আসতে খুব কষ্ট হতো। গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় কথা দিয়েছিলাম।সেই কথা রাখলাম।

প্রথম নজর

হাইতির রাজধানীতে ভয়াবহ সংঘর্ষ, ২৮ গ্যাং সদস্য নিহত

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র হাইতির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সে ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ২৮ জন সন্দেহভাজন গ্যাং সদস্য নিহত হয়েছে।

বুধবার দেশটির জাতীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী এবং সশস্ত্র বাসিন্দাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে এসব সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী। এর আগে, মঙ্গলবার ভোরে পেটিওন-ভিল এলাকায় হামলার ঘোষণা দেন জিমি শেরিজিয়ে নামে একজন গ্যাংলিডার। তিনি সাবেক এলিট পুলিশ কর্মকর্তা থেকে শক্তিশালী সন্ত্রাসী জোট 'ভিভ আন্সানম'-এর নেতা হয়েছেন। শেরিজিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্সিয়াল ট্রানজিশন কাউন্সিলের (সিপিটি) পদত্যাগ দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, ভিভ আন্সানম জোট সিপিটির অপসারণ নিশ্চিত করতে সব উপায় ব্যবহার করবে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার ভোরে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী বহনকারী দুটি গাড়ি পেটিওন-ভিলে প্রবেশের চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে একটি গাড়ি প্রধান রাস্তা অবরোধ করে। পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও হাইতির জাতীয় পুলিশের ডেপুটি মুখপাত্র লিওনেল লাজার জানান, পুলিশ ও সন্ত্রাসবিরোধী স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ অভিযানে ২৮ জন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিহতদের অনেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে এবং মরদেহগুলো স্তূপাকারে জড়ো করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় স্থানীয়রা।

এ ধরনের প্রতিশোধমূলক সহিংসতা হাইতিতে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের ভয়াবহ রূপ হয়ে উঠেছে। গত বছর দেশটির রাজধানীতে সন্দেহভাজন অনেক সন্ত্রাসীকে পাথর মেরে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

২০২১ সালের ৭ জুলাই নিজ বাড়িতে হত্যার শিকার হন হাইতির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোভেনেল মইসি। এই হত্যাকাণ্ডের পর দেশটিতে ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে অপরাধী গোষ্ঠীগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এটি সেখানে সহিংসতা, অস্থিতিশীলতা এবং ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রেসিডেন্ট লুলাকে হত্যার ষড়যন্ত্র, ব্রাজিলে ৪ সেনা গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনসিও লুলা দা সিলভাকে হত্যার পরিকল্পনায় জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন সেনা এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা। প্রেসিডেন্টের অভিষেকের ঠিক দুই সপ্তাহ আগে ২০২২ সালের ১৫ ডিসেম্বর ওই চক্রান্ত হয়। লুলা ছাড়াও তার ভাইস-প্রেসিডেনশিয়াল রানিং মেট জেরাল্ডো অ্যালকমিনকে হত্যারও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

লুলা ২০২২ সালের অক্টোবরে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন জাইর বলসোনারোকে পরাজিত করেন তিনি। কখনই প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করেননি বলসোনারো।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, লুলার শপথ নেয়ার এক সপ্তাহ পর বলসোনারো সমর্থকরা কংগ্রেস, সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রেসিডেন্টে প্রাসাদে হামলা চালায় এবং ভবনগুলো ভাঙচুর করে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাকারীদের সরাতে সক্ষম হয় এবং কয়েক হাজার জনকে আটক করে।

হামলা-ভাঙচুরের তদন্তের পাশাপাশি লুলাকে শপথ নেয়া থেকে আটকানোর জন্য কথিত প্রচেষ্টার তদন্ত চলছে। তবে, এই প্রথম পুলিশ লুলাকে হত্যার অভিযোগের বিষয়টি প্রকাশ করেছে। গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মন্ত্রী পাওলো পিমেন্তা বলেছেন, লুলা এবং অ্যালকমিনকে হত্যার কথিত চক্রান্ত নিয়ে তদন্ত এগোচ্ছে।

ব্রাজিলের নিউজ সাইট জি ওয়ান বলছে, বিশেষভাবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো যে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে চারজন সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সদস্য এবং পঞ্চমজন পুলিশ বাহিনীর একজন কর্মরত সদস্য। ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চক্রান্তকারীরা শুধু নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেনি বরং তাদের অভ্যুত্থান সফল হলে সুপ্রিম কোর্টের একজন সদস্যকে গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল।

সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী দেশ সৌদি আরবের বিতর্কিত ক্রাউন প্রিন্স, প্রধানমন্ত্রী ও দেশটির ডি-ফ্যাক্টো নেতা মোহাম্মদ বিন সালমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় তহবিল ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বৈশ্বিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদন আনা হয়েছে এ অভিযোগ। ৯৩ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে সৌদির ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যবসায়ী ও ধনকুবেরদের কোম্পানি ও সম্পত্তি জব্দ করছেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স। ওই বছরই সৌদি নিজের পিতা বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা গ্রহণ করেনি তিনি।

এইচআরডব্লিউ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে সৌদির ব্যবসায়ী ও ধনকুবেরদের কোম্পানি-সম্পত্তি জব্দ করছেন ৩৯ বছর বয়সি মোহাম্মদ বিন সালমান, পরে সেসব রাষ্ট্রীয় তহবিল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে (পিআইএফ) অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ফুলে-ফেঁপে উঠেছে পিআইএফ'র সম্পদের পরিমাণ। এক দশক আগে যেখানে এই তহবিলের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার, সেখানে বর্তমানে এটির সম্পদের পরিমাণ পৌঁছেছে ৯২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার।

প্রসঙ্গত, পদাধিকার বলে পিআইএফ'র সার্বিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের হাতে। এ তহবিলের অর্থ কোন খাতে কীভাবে ব্যয় হবে– সে সম্পর্কেও তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

এইচআরডব্লিউ'র প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'পিআইএফ'র মাধ্যমে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে নিজের প্রভাস বিস্তার করেছেন, যা অভূতপূর্ব। এর আগে কখনও কোনো শাসক দেশের অর্থনীতিতে এত প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তবে দেশের অর্থনীতিতে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদের এই পরিমাণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠা শেষ পর্যন্ত সৌদির জনগণের কোনো উপকারে আসবে কি না– তা নিয়ে ঘোরতর সংশয় রয়েছে।'

৩৯ বছর বয়স্ক সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘণের অভিযোগও তুলেছে এইচআরডব্লিউ। বুধবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পিআইএফ'র আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের অধিক সময় কাজ করতে বাধ্য করা, দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। ২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতকে শক্তিশালী করার ঘোষণা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ বিন সালমান। তিনি বলেছিলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যটন, শিক্ষা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতকে জ্বালানি তেলের চেয়েও বেশি শক্তিশালী খাত হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তার সরকার।

সেই লক্ষ্যে পিআইএফ'র অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া শুরু করে সৌদির সরকার। তবে এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় বা মেগা প্রকল্পের নাম 'নিওম'। সৌদির মরুভূমির বুকে অত্যাধুনিক নাগরিক পরিষেবা সম্পন্ন একটি সাই-ফাই শহর গড়ে তুলতে চান সৌদি ক্রাউন প্রিন্স। সেটিরই নাম 'নিওম'। এই প্রকল্পটি ক্রাউন প্রিন্সের 'স্বপ্নের প্রকল্প' নামেও পরিচিত।

এইচআরডব্লিউ'র দাবি, নিওমসহ পিআইএফ'র বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের ঘোরতর লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে।

এ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পিআইএফ'র এসব উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে যেসব শ্রমিক কাজ করছেন, তাদের প্রায় সবাই অভিবাসী শ্রমিক কিংবা দেশটির গ্রামীণ এলাকাগুলোর গরিব ও কর্মজীবী শ্রেণীভুক্ত মানুষ। তাদেরকে প্রচণ্ড গরমে অধিক সময় কাজ করতে বাধ্য করা, দুর্ব্যবহার করাসহ শ্রম আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে সৌদির সরকারের বিরুদ্ধে।'

প্রতিবেদনে বিদেশি ব্যবসায়ীদের পিআইএফ'র সঙ্গে কাজ করা বা অংশীদারিত্বে না যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছে এইচআরডব্লিউ।

যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা নিয়ে যা বললেন জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সহায়তা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেন হেরে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

গত মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি সহায়তা বন্ধ করে, আমরা হেরে যাবো। জেলেনস্কি বলেন, যদি তারা (যুক্তরাষ্ট্র) সহায়তা বন্ধ করে, তবে আমরা হেরে যাবো। আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। আমাদের নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সেটি জয়লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি টিকে থাকার জন্যও তা যথেষ্ট নয়।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদিও তিনি ঠিক কীভাবে এটি করবেন সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তবে ইউক্রেনের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঠানো কোটি কোটি ডলারের সামরিক সহায়তার সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প।

এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার পরও বাইডেন প্রশাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন ট্রাম্পের মিত্ররা। তাদের মতে, এটি 'বিপজ্জনক উত্তেজনা বৃদ্ধি'।

জেলেনস্কি ফক্স নিউজকে বলেন, আমরা জানি, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আরও বলেন, ট্রাম্পের মাধ্যমে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রভাবিত করা সম্ভব হতে পারে। কারণ ট্রাম্প 'পুতিনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী'।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট বলেন, পুতিন ইচ্ছা করলে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেন। তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে দুর্বল।

আমেরিকার পর এবার কিয়েভে দূতাবাস বন্ধ করল ইতালি-স্পেন-গ্রিস

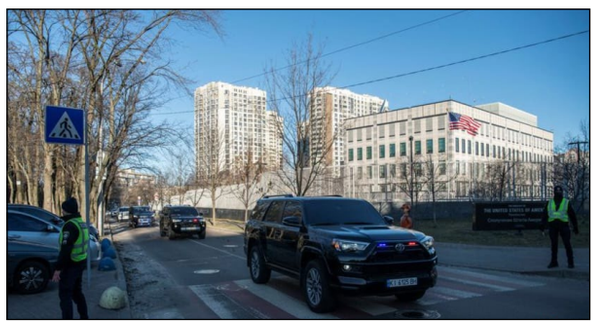

আপনজন ডেস্ক: হংকংয়ের উচ্চ আদালত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে হওয়া এক বিচারে ৪৫ জন গণতন্ত্রপন্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে।

নাশকতা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২০২১ সালে মোট ৪৭ জন গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বেইজিং-আরোপিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল।

তাদের মধ্যে সাবেক আইনজ্ঞ বেনি তাইকে আন্দোলনের 'সংগঠক' হিসেবে শনাক্ত করা হয়।

পশ্চিম কাউলুন হাকিম আদালতে ১১৮ দিন ধরে চলা বিচারের পর মে মাসে ১৪ গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারী দোষী সাব্যস্ত হন। তাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক গর্ডন এনজি এবং আন্দোলনকারী ওয়েন চাও অন্যতম। বিচারের মুখোমুখি হওয়া ৪৭ আন্দোলনকারীর মধ্যে ৩১ জন দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর বাকি দুইজনকে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়।

হংকংয়ের উচ্চ আদালত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে হওয়া এক বিচারে গণতন্ত্রপন্থী ৪৫ আন্দোলনকারীকে চার থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, সাজা পাওয়া এসব আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ সাড়ে তিন বছর ধরে বন্দি আছেন। তাদের বন্দিত্বের এ সময়টি কারাদণ্ডের মেয়াদের মধ্যে ধরা হবে কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি।

রায় ঘোষণার আগে সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে কয়েকশ মানুষ জড়ো হন। তারা লাইন ধরে কোর্টরুমে প্রবেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, হাল্কা বৃষ্টির মধ্যে তাদের অনেকের হাতে ছাতি ছিল। রায় ঘোষণার সময় কোর্টরুমে উপচে পড়া ভিড় ছিল।

প্রতি ৩০ মিনিটে একজন শিশুকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকাকে হাজার হাজার শিশুর কবরস্থান বলে অভিহিত করেছে জাতিসংঘ। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল গাজায় কমপক্ষে ১৭ হাজার ৪০০ শিশুকে হত্যা করেছে বলে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা তথ্য দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি ৩০ মিনিটে একজন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে আরো হাজার হাজার শিশু নিখোঁজ, যাদের অধিকাংশই মৃত বলে ধারণা করা হচ্ছে। বেঁচে থাকা শিশুদের বেশিরভাগ যুদ্ধের মারাত্মক প্রভাব সহ্য করে যাচ্ছে। হাজার হাজার শিশু আহত। তাদের জীবন ইসরায়েলি হামলার ছায়ায় কাটছে। জন্ম থেকেই তাদের অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করেছে ইসরায়েলি হামলা। আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত নথিভুক্ত শিশুদের মধ্যে অন্তত এক বছরের কম বয়সি শিশু রয়েছে ৭১০জন, ১ থেকে ৩ বছর বয়সি শিশু রয়েছে এক হাজার ৭৯৩ জন, ৪ থেকে ৫ বছর বয়সি রয়েছে এক হাজার ২০৫ জন, ৬ থেকে ১২ বছর বয়সি রয়েছে ৪ হাজার ২০৫ জন এবং ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সি রয়েছে ৩ হাজার ৪৪২ জন। আলজাজিরার প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ১৭ হাজারের বেশি শিশু কেউ বাবা অথবা মা বা বাবা-মা উভয়কে হারিয়েছে।

ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা একটি গণহত্যা প্রত্যক্ষ করছি।' সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, 'ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার কারণে প্রতিদিন ১০ জন শিশু একটি বা উভয় পা হারাচ্ছে। অপারেশন এবং ক্ষতিগ্রস্থ পা কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে কোনো অ্যানাস্থেসিয়া ছাড়াই।'

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল বলেছেন, 'নিরাপদ পানি না পেলে অনেক শিশু রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।' শিশুরা পানি শূন্যতার ঝুঁকিতে বেশি রয়েছে।

গাজায় প্রতিদিন গড়ে ১১৫ জন নিহত হয়েছে (গাজায় বসবাসকারী প্রতি ৫৫ জনের মধ্যে একজন)।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পুতিনের

আপনজন ডেস্ক: চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ বাহিনীকে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলার অনুমতির জবাব দিতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন পুতিন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে ডিক্রিতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক শক্তিধর কোনো দেশের সমর্থন নিয়ে রাশিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হলে পাল্টা জবাবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে মস্কো। গত রোববার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলার জন্য অনুমতি দেন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এই অনুমতির পর ইউক্রেন মার্কিন অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ায় হামলা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের এ অনুমোদনের দু'দিনের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার বিষয়ক ডিক্রিতে স্বাক্ষর করলেন পুতিন।

মঙ্গলবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের এক হাজারতম দিবস পার করছে রাশিয়া-ইউক্রেন। এ দিনেই তিনি এ সংক্রান্ত একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পুতিনের মুখপাত্র এবং রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিনের প্রেস সেক্রেটারি দিমিত্রি পেসকভ।

নতুন এই ডিক্রিতে বলা হয়েছে, যেসব দেশের পরমাণু অস্ত্র নেই, তাদেরকে যদি তৃতীয় কোনো দেশ বা পক্ষ এ ধরনের বিধ্বংসী অস্ত্র প্রদান করে- সেক্ষেত্রে সেসব দেশের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে রাশিয়া।

মঙ্গলবার মস্কোতে ক্রেমলিন কার্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে পেসকভ বলেন, পরমাণু অস্ত্র নেই- এমন কোনো আগ্রাসী দেশের সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র সমৃদ্ধ কোনো দেশ যদি জোটবদ্ধ হয়, তাহলে তা আর একক নয়, বরং যৌথ হামলায় পরিণত হয়। আর এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের নীতি অক্ষুন্ন রেখে যে পদক্ষেপ নেয়া উচিত, আমরা সেটিই নিয়েছি।

পেসকভ আরো বলেন, রাশিয়া সবসময় পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করার বিপক্ষে, আমরা শুধু আমাদের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, জো বাইডেনের অনুমতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে নতুন এই ডিক্রি জারি করেছেন পুতিন। ক্রেমলিনের সংবাদ সম্মেলনে পেসকভও এমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

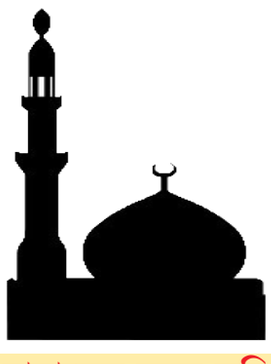

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৯	৫.৫৩
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

সুদানের গ্রামে আধাসামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত ৪০

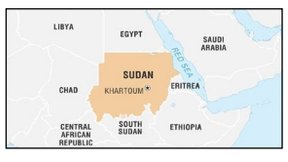

আপনজন ডেস্ক: সুদানের মধ্যাঞ্চলীয় আল-জাজিরা রাজ্যের ওয়াদ ওশাইব গ্রামে আধাসামরিক বাহিনীর হামলায় বন্দুকের গুলিতে ৪০ জন নিহত হয়েছে। পোর্ট সুদান থেকে বুধবার একজন চিকিৎসকের বরাত দিয়ে এএফপি এ খবর জানায়। গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধরত 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স' মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ও আজ সকালে হামলা চালায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আজ বুধবার ফোনে বলেন, আধাসামরিক যোদ্ধারা সম্পদও লুণ্ঠন করে।

যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য এবার ইসরায়েলে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের দূত

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত আমোস হোচস্টাইন জানিয়েছেন, তিনি লেবাননের স্পিকার নাবিহ বেরির সাথে দ্বিতীয় বৈঠকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের পর এবার ইসরায়েলে সফর করবেন। এই সফরের লক্ষ্য হলো ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার যুদ্ধবিরতি আলোচনার সমাপ্তি টানা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে হোচস্টাইন বলেন, আমি নতুন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সাথে যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মধ্যে চলমান সংঘর্ষ শেষ করতে এই প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান এই সংঘাত গত দুই মাসে আরও তীব্র হয়েছে। বিশেষত, ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননে বোমাবর্ষণ বাড়িয়েছে। হোচস্টাইনের মতে, শান্তি স্থাপনে এই উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার সংঘাত দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হিসেবে পরিচিত। ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে লেবাননের একটি প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি। যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই সংঘাত বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমোস হোচস্টাইনের সফর এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

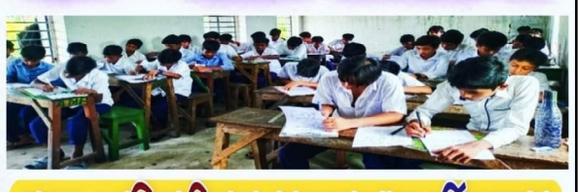

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

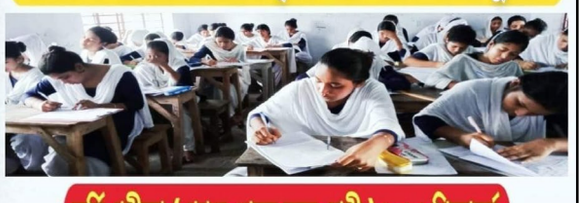

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩১৪ সংখ্যা, ৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

বিশ্লেষণ করো নিজেকে

পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যুগে যুগে বলিয়া গিয়াছেন–নির্বোধ থাকিয়ো না। চিন্তা করো। নিজের ভিতরে খুঁড়িয়া দেখো–কে তুমি? বিশ্লেষণ করো নিজেকে। মূলে যাও, উৎস যাও। পরিস্থিতির ওজন না বুঝিয়া যাহা খুশি বলিয়ো না। যাহা কিছু চাহিয়ো না। চিন্তা করো। ভাবো, আরও আরও ভাবো। গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো।

পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করো। বুঝিয়া দেখো–যাহা চাহিতেছ, তাহা কেন চাহিতেছ? কেবল চাহিতে হইবে বলিয়া কি চাহিতেছ? যাহা করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতেছ?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া তাহার পর পদক্ষেপ ফেলো। নইলে পদচ্যুতি ঘটিবে, পতন ঘটিবে। গর্তে পড়িবার পূর্বে বরং ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

ইহা অতি সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হয়তো পাইপলাইনে থাকিবার জন্য লম্ফ দিয়া পাইপের মধ্যে অনেকে ঢুকিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও যদি কেহ পাইপলাইনে ঢুকিয়া পড়েন, তবে তিনি সেই পাইপলাইনে জ্যাম তৈরি করেন। সমস্যা তৈরি করেন।

বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। সুতরাং মনীষীদের কথা নিভৃতে চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বারবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন মনীষীরা বলিয়াছেন নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে? কেন নিজের ওজন বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন–ভাবো, গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো? কেন কেন কেন? কারণ, চিন্তা না করিতে পারিলে, নিজেকে এবং নিজের ওজন না জানিতে পারিলে বিপদে পড়িতেই হইবে। সুতরাং বিপদে যাহাতে না পড়িতে হয়, সেই জন্যই চিন্তা করিয়া পা ফেলিতে হইবে। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে।

কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে বেশির ভাগ মানুষই খুব বেশি 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেই না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের। এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন–'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।'

কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সেই পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরিয়াছেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তিনি মনে করিতেন–'৫ শতাংশ মানুষ চিন্তা করিতে পারেন। ১০ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে, তাহারা চিন্তাভাবনা করিবার ক্ষমতা রাখেন।

অন্যদিকে ৮৫ শতাংশ মানুষ যেন পণ করিয়াছে তাহারা বরং মারা যাইবেন তবু কষ্ট করিয়া চিন্তাভাবনার ধার ধারিবেন না।' সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাইওস। তিনি বলিয়াছেন–'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন।

কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলেই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং–চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

কিন্তু যাহারা টমাস আলভা এডিসনের ভাবনা অনুযায়ী চিন্তা করিতেই ভয় পায়–তাহাদের কী হইবে? তাহারা আসলে অবোধ শিশু। যেই শিশু জানে না–আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে–সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত সেই শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না।

আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাস-দোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে–'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাস-দোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো না কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

বাইডেনের শেষ সময়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, পুতিন কী করবেন

ইউক্রেনকে রাশিয়ার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পশ্চিমা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের অনুমতি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাও তাঁর শাসনের শেষ সময়ে এসে। এ সিদ্ধান্ত ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ন্যাটো অংশীদারদের ওপর রাশিয়ার প্রতিশোধমূলক নাশকতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করল। লিখেছেন **পল খালিফে**।

ইউক্রেনকে রাশিয়ার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পশ্চিমা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের অনুমতি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাও তাঁর শাসনের শেষ সময়ে এসে। এ সিদ্ধান্ত ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ন্যাটো অংশীদারদের ওপর রাশিয়ার প্রতিশোধমূলক নাশকতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করল।

ভ্লাদিমির পুতিন বেশ আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ইউক্রেন যদি মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসিদের ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার আরও বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তা মস্কোর বিরুদ্ধে ন্যাটোর যুদ্ধ হিসেবে দেখা হবে। এর ফল হবে বিপর্যয়কর। যুদ্ধ এখন সেদিকেই মোড় নিল।

জি-৭ নেতাদের একটি যৌথ বিবৃতিতে 'যত দিন সময় লাগে ইউক্রেনের প্রতি অটুট সমর্থন'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের হাজার দিন পূর্তিতে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ব্রাজিলে এ সপ্তাহে একই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। শিগগিরই এ প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

স্থলপথে রাশিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভেতরে দ্বন্দ্ব আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার নির্বাচিত হওয়াও আশার কথা শোনাচ্ছে না। এই যুদ্ধ সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে এক জটিল সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। রাশিয়া এখন আছে সুবিধাজনক অবস্থায়। ইউক্রেনেরও হাল ছাড়ার উপায় নেই।

জেলেনস্কির কয়েক মাসব্যাপী লাগাতার চাপ সত্ত্বেও বাইডেন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিলেন দেরিতে। ইউক্রেন তার পিঠের পেছনে এক হাত বেঁধে লড়াই করছে। রুশ বিমানঘাঁটি ও সামরিক ঘাঁটি ইউক্রেনের হামলা করার আওতার বাইরে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই নতুন অস্ত্র সরবরাহে ছিল অতি সতর্ক।

সাম্প্রতিক মার্কিন গোয়েন্দা মূল্যায়নে সেই দ্বিধা আরও জোরদার হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই গোয়েন্দা প্রতিবেদন সতর্ক করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা ব্যবহার করলে পুতিনের পাল্টা জবাব দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

পোল্যান্ড ও অন্য 'ফ্রন্টলাইন' ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক চলছে। তবু ইউরোপীয় সামরিক ঘাঁটি বা অঞ্চলের বিরুদ্ধে সরাসরি রুশ সশস্ত্র প্রতিশোধের সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে।

ইউক্রেন জ্বলছে। ইউরোপ আছে বিভক্ত হয়ে। বাইডেন আর দুই মাস পর দৃশ্যপটে থাকবেন না। পুতিন যে এই ক্ষেপণাস্ত্র সংকটে জিতে গেলেন বলে ভাবছেন, এতে আর আশ্চর্য কী?

গোয়েন্দা অনুসন্ধানে বরং জানানো হয়েছে, রাশিয়া গোপন নাশকতা বাড়াতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তারা সাইবার, তথ্যযুদ্ধ ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে বলে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এমনি করে রাশিয়া পূর্ব-পশ্চিম সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে পারবে। আবার জার্মানির ওলাফ শলৎজের মতো দ্বিধান্বিত ন্যাটো সদস্যদের ওপর নিজের প্রভাবও বজায় রাখতে পারবে।

এস্তোনিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং সদ্য মনোনীত ইইউর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কাজা ক্যালাস বলেছেন, মস্কো ইউরোপের ওপর 'ছায়াযুদ্ধ' চালাচ্ছে। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোর সতর্ক করেছেন, রাশিয়া শক্তি উৎপাদনকারী ও অস্ত্র কারখানাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। ক্যালাস মত দিচ্ছেন, ইউরোপের একটি সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন, 'আমাদের মাটিতে ওদের কত দূর যেতে দেব?'

তবে রাশিয়ার হুমকি কিন্তু কেবল ইউরোপের ভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়; গত সপ্তাহে একটি রুশ জাহাজকে গুপ্তচর সন্দেহে সামরিকভাবে আইরিশ সাগর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। জাহাজ কাগজে-কলমে 'সমুদ্র গবেষণা জাহাজ' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা আছে।

আর আশ্চর্য কী?

যুক্তরাজ্যের উপকূলে এবং তার আশপাশে জাহাজটির উপস্থিতি যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগকারী পাইপলাইন, ইন্টারনেট কেব্‌লসহ সমুদ্রের নিচের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে সবাই নতুন করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

পশ্চিমা প্রতিরক্ষার দুর্বলতাগুলো তদন্তে পশ্চিমারা এখন অনেক সতর্ক। নর্ডিক দেশগুলোয় সন্দেহভাজন রুশ রাষ্ট্রনেতৃত্বাধীন গুপ্তচরবৃত্তির তদন্ত করা হয় গত বছর। তদন্তে আশঙ্কা করা হয়, মাছ ধরা জাহাজের ছদ্মবেশে রাশিয়ার গুপ্তচর জাহাজগুলো উত্তর সাগরে বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র ও যোগাযোগের তারগুলোয় ভবিষ্যতে হামলার পরিকল্পনা করতে পারে।

তবে বাইডেনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল অপেক্ষা করা। ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হলে তখন প্রতিক্রিয়া। এ বিষয় ইউক্রেন ও ইউরোপীয় ন্যাটো মিত্রদেরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

জেলেনস্কিকে প্রমাণ করতে হবে, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে কার্যকর প্রভাব ফেলা যাবে। এ বিষয়ে অবশ্য খোদ মার্কিন কর্মকর্তারাই সন্দিহান। তবে ইইউ তা নিয়ে আশাবাদী।

বাইডেন মনে হয় আশা করছেন, কুরস্ক অঞ্চলে নতুন মোতায়েন করা উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের ওপর দূরপাল্লার হামলা পিয়ংইয়ংকে আরও বেশি করে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। এ সম্ভাবনাও বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না। উত্তর কোরিয়ার কিম জং-উন এখন পুতিনের নতুন ভালো বন্ধু। তিনি এত সহজে ঘাবড়ানোর লোক নন।

ট্রাম্পের উপদেষ্টারা ইউক্রেনের সঙ্গে আর না থাকার হুমকি দিচ্ছেন। এমন অবস্থায় কিয়ার স্টারমারসহ ইউরোপের নেতাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও অস্ত্র জোগান দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না, যদি তাঁরা চান যে জেলেনস্কি যুদ্ধ চালু রাখুন।

সমস্যা হলো উদ্দেশ্য ও সম্পদের ঐক্যের অভাব। ওলাফ শলৎজ গত সপ্তাহে যখন পুতিনকে ফোন করলেন, তখন তিনি ইইউর বেশির ভাগের সঙ্গেই আসলে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। শলৎজ অবশ্য বলেছেন যে তিনি শান্তি আলোচনার জন্য ফোন করেছিলেন। শলৎজ ইউক্রেনে জার্মানির দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করতে অস্বীকার করে চলেছেন আগে থেকেই।

'পুরো পশ্চিম' জগৎ বলতে ফ্রান্সকেও বোঝায়। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ রাশিয়াকে পরাজিত করা যে ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা বলে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়ে থাকেন। অথচ ইউক্রেনকে ফরাসি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত দিতে তাঁকেও আগ্রহী মনে হয় না। এখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার কি ইতিবাচক সংকেত দেবেন? নাকি তিনিও পিছু হটবেন?

ইউক্রেন জ্বলছে। ইউরোপ আছে বিভক্ত হয়ে। বাইডেন আর দুই মাস পর দৃশ্যপটে থাকবেন না। পুতিন যে এই ক্ষেপণাস্ত্র সংকটে জিতে গেলেন বলে ভাবছেন, এতে আর আশ্চর্য কী?

সাইমন টিসডাল অবজার্ভার-এর পররাষ্ট্রবিষয়ক ভাষ্যকার গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

ইউক্রেন জ্বলছে। ইউরোপ আছে বিভক্ত হয়ে। বাইডেন আর দুই মাস পর দৃশ্যপটে থাকবেন না। পুতিন যে এই ক্ষেপণাস্ত্র সংকটে জিতে গেলেন বলে ভাবছেন, এতে আর আশ্চর্য কী?

ল্যান্ডমাইন মনিটর ২০২৪

ভূমি মাইনে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা মায়ানমারে

আপনজন ডেস্ক: ভূমি মাইন ও বিস্ফোরক ধারণকারী গোলাবারুদের আঘাতে ২০২৩ সালে মায়ানমারে এক হাজার তিনজন হতাহত হয়েছে। একই সময়ে সিরিয়ায় হতাহত হয়েছে ৯৩৩ জন।

আজ বুধবার প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু ব্যান ল্যান্ডমাইনসের (আইসিবিএল) 'ল্যান্ডমাইন মনিটর ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

মায়ানমারে দেশটির সামরিক বাহিনী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কয়েক দশক ধরে সংঘাত চলছে। এসব সংঘাতে প্রাণঘাতী ভূমি মাইন ও গোলাবারুদ ব্যবহার করা হচ্ছে।

মায়ানমারে ২০২১ সালে অং সান সু চিকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে সেনাবাহিনী। এর পর থেকে দেশটিতে জান্তাবিরোধী সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণা করেছে। গণপ্রতিরক্ষা বাহিনীর (পিডিএফ) অসংখ্য শাখার জন্ম হয়েছে। তারা সবাই জান্তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে।

আইসিবিএলের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে মায়ানমার ও সিরিয়ার পর ভূমি মাইন বিস্ফোরণে সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে আফগানিস্তানে। দেশটিতে হতাহতের সংখ্যা ৬৫১। একই সময়ে ইউক্রেনে ভূমি মাইনে হতাহত হয়েছে ৫৮০ জন।

ভূমি মাইন নিষিদ্ধ করা নিয়ে জাতিসংঘের একটি চুক্তি রয়েছে। এ চুক্তিতে ভূমি মাইনের ব্যবহার, মজুত ও তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মায়ানমার সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

আইসিবিএলের প্রতিবেদন বলছে, গত কয়েক বছরে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ভূমি মাইনের ব্যবহার 'উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে'। এ সময়কালে মোবাইল ফোন টাওয়ার ও জ্বালানির পাইপলাইন অবকাঠামোতেও ভূমি মাইন ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে এসব অবকাঠামোতে অধিকাংশ সময় সামরিক বাহিনীর বিরোধীরাই ভূমি মাইন ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে।

গোরক্ষা এবং পরিচিতি সত্তা

রঞ্জন চক্রবর্তী

গোরক্ষা বিষয়টি যতটা ধর্মীয় তার চাইতে অনেক বেশি পরিচিতি সত্তার রাজনীতিকে শক্তিশালী করার হাতিয়ার। মুসলিমরা ভারতবর্ষে আসার বহু আগে থেকে গোমাংস সহ আরো অন্যান্য পশুর মাংস মানুষ ব্যবহার করত। রাজশেখর বসুর মহাভারত থেকে একটি জায়গা উল্লেখ করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ কাব্যশাস্ত্রেও ব্যাপারটা উল্লেখ আছে। "মাংসে দেবতা পিতৃগণ অতিথি ও পরিজনের সেবা হয় এজন্য নিহত পশুর ও ধর্ম হয়। শ্রুতিতে আছে, ভাতের ন্যায় ঔষধি, লতা গুল্ম পক্ষী ও মানুষের খাদ্য। রাজা রন্তি দেবের রান্নাঘরে প্রত্যহ দুই হাজার গরু পাক হতো। যথা-বিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। ধান শস্য বীজ ও প্রাণী পরস্পর ভক্ষণ করেই জীবিত থাকে। মানুষ চলবার সময় বহু প্রাণী বধ করে। জগতে অহিংসক কেউ নেই।" পৃষ্ঠা ১৯৯ / ২০০।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গরুর মাংস উৎপাদনকারী দেশগুলি হলো, আমেরিকা ১২৩৭৯০০০, ব্রাজিল১০১০০০০০, ইউরোপীয় ইউনিয়ন৭৮১০০০০, চীন৬৭২০০০০, আর্জেন্টিনা ৩২৩০০০০, অস্ট্রেলিয়া ২১২৩০০০ মেক্সিকো ২০৭৯০০০ মেট্রিক টন। আমাদের দেশে গরুর মাংস রপ্তানির ফলে ২০২২ সালে আমদানি হয়েছিল ৬৯৫ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয় ৮১৬ মিলিয়ন ডলারে। পৃথিবীর মধ্যে গরুর মাংস রপ্তানি কারক দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল এক নম্বর এবং অস্ট্রেলিয়া দুই নম্বর।

যাইহোক প্রশ্নটা এখানে নয়। প্রশ্নটা হল মহাভারতে যে কথাগুলো বলা রয়েছে তা হলো প্রাণী পরস্পরকে ভক্ষণ করেই বেঁচে থাকে, এজন্য কাউকেই অহিংসক বলা যায় না। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখছি বিজেপি এবং সংঘ পরিবার ধর্মের প্রশ্নটাকে গুরুত্ব দিলে তাদের চিন্তা-ভাবনা অন্যরকম হতো। তারা ধর্মটাকে পরিচিতি সত্তায় ব্যবহার করছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যথা বিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। কিন্তু বিজেপি আলারা গরুর মাংস কার বাড়িতে রয়েছে এগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের সাবির মল্লিক হরিয়ানায় কাজ করতে গেছিল। গরুর মাংস খাওয়া বা রাখার অপরাধে তাকে খুন করা হলো। বিজেপিওয়ালারা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে তখন আখলাখ নামে একজনকে খুন করে। সবার আগে যে প্রশ্নটা আসে তা হলো গোরক্ষার নামে আইন তাদের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কে দিল? আমরা দেখছি প্রায় দেড় লক্ষ বাড়ি বিজেপিওয়ালারা বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে এ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট যথারীতি আইন প্রশাসনের হাতে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে! যে সমস্ত রাজ্যে ওরা ক্ষমতায় নেই সেখানে ওরা আইনের কথা বলে, দুর্নীতির কথা বলে। কিন্তু গোরক্ষার নামে একের পর এক মানুষ খুনটা তাদের কাছে তো বটেই, আমাদের দেশের বড় বড় আইন রক্ষক বা মিডিয়ার কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই। এমনকি বুলডোজারদিয়ে প্রতিনিয়ত তারা যে হাজার হাজার বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে এজন্য যোগী আদিত্যনাথ এর নাম বুলডোজার বাবা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার কোন শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে না।

এখন আবার দেখা যাচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি দখল করার জন্য বিজেপি সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। আবার ওবিসি তালিকা থেকে যাতে মুসলিমরা বাদ পড়ে এইজন্য তারা বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আজকে যখন ৩০০ বা ৪০০ আসন না পেয়ে বিজেপি কে অনেকের সাহায্যে সরকার চালাতে হচ্ছে তখন দুর্নীতি বিষয়টা নিয়ে তারা খুব বেশি মাথা ঘামাতে পারছে না। আজকে যদি তাদের আসনের সংখ্যা তাদের ঈপ্সিত জায়গায় যেত তাহলে দুর্নীতির দায়ে সমস্ত দলের বড় বড় নেতা মন্ত্রী সব্বাইকে গ্রেফতার করত। কাউকে জামিন দিত না। আর বাইরে যে অসংখ্য বিভিন্ন দলের ছোট বড় নেতা রয়েছে তাদের জন্য একটা নৃশংস অপরাধযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হতো। ফলে বিজেপি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি দলে পরিণত হলে তাদের পক্ষে তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করা সহজ হতো। অর্থাৎ এক দেশ, এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, একদল, এক নেতা, এক অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি যিনি আইনের ঊর্ধ্বে এরকম একটা দেশ তৈরি করাটা সহজতরো হতো। আজকে একটু অসুবিধায় পড়েছে। আরো বেশি অসুবিধায় পড়তো যদি ইন্ডিয়া জোট ঠিক ঠিক কাজ করতে পারতো। তাহলে ওদের সরকারটাই তৈরি হতো না। যাইহোক আজকে এখনো পর্যন্ত তারা হাল ছাড়েনি। মেরুকরণের জন্য যে আইনগুলো দরকার সেই আইনগুলো পাস করার জন্য তারা পার্লামেন্ট খালি করে দিয়ে পাস করার ব্যবস্থা এই শীতকালীন অধিবেশনেই করতে পারে। ওদের কথা অনুযায়ী মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা যদি সত্যি সত্যি বিদেশী হয়ে থাকে তাহলে মুসলিম এবং খ্রিস্টান দেশগুলির সঙ্গে ওরা একটা আলোচনায় বসুক। মুসলিম এবং খ্রিস্টান ধর্মের লোকগুলোকে তারা যে সমস্ত দেশ থেকে এসেছে বলে মনে করছে বিজেপিওয়ালারা সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করুক। এই ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা শুধুমাত্রভারতবর্ষের মধ্যে একটা তীব্র অশান্তি তথা তীব্র স্বৈরাচারী একটা ব্যবস্থা তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রের নামে গড়ে তুলতে চায়। সেই ব্যবস্থা কতদিন টিকবে কে জানে। গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন এর প্রভাবে তাদের স্বৈরাচারী শাসন খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে এটাই বাস্তব! ব্রিটিশ স্বৈরাচারী আইন গুলোকে বাতিল করার জন্য যে পরিমাণে আওয়াজ উঠবে, অসহায়দের রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রশ্নটা যে পরিমাণে সামনে আসবে, সবার জন্য এক আইনের প্রশ্নটা যে পরিমাণে বাতিল হবে সে পরিমাণেই পৃথিবী থেকে বিজেপির মত শক্তিগুলো উৎখাত হয়ে যাবে! সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের জায়গা দখল করবে শান্তি ও সম্প্রীতি!

******মতামত লেখকের নিজস্ব***

প্রথম নজর

বালুরঘাট পুরসভার বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্পে বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট পুরসভার ভাগাড় পরিদর্শনে গেলেন চেয়ারম্যান। ভাগাড় পরিদর্শনের সময় চেয়ারম্যান ছাড়াও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার অন্যান্য আধিকারিকেরা। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে বলেই বালুরঘাট পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

মূলত, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে এর কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এদিন পরিদর্শনে যান চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাইবাড়ি লালমাটা এলাকায় রয়েছে বালুরঘাট পুরসভার বিশাল বড় ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এখানেই সমগ্র বালুরঘাট শহরের বর্জ্য ফেলা হয়। সেখানেই রয়েছে পুরসভার ভাগার। সেখানেই চলছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ।সিগ্রিগেশন মেশিনে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া চলছে মাটি ও প্লাস্টিকের। সেখানেই পুরো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এদিন উপস্থিত হন পুরসভার চেয়ারম্যান। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, 'আমরা এই প্রজেক্টটির জন্য প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম। সেই মতো প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে প্রকল্পকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করবার জন্য গার্ড রুম, রোড, ড্রেনেজ ইত্যাদি সমস্ত প্রকল্প মিলিয়ে যে কাজ, সেটির সূচনা হয়েছে। এতে আমরা খুবই খুশি। আগামী দিনে এখানে কোনরকম নোংরা আবর্জনা আর থাকবে না।'

বিকলাঙ্গ দম্পতির আবাসের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়দিঘি

আপনজন: বিকলাঙ্গ দম্পতির আবাসন যোজনার টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ। দিনের পর দিন দুর্নীতির অভিযোগ রায়দিঘী বিধানসভার নরেন্দ্রপুর এলাকায়। তথ্য জানার আইনে জানতে পারা গেছে, ভাঙ্গা বাড়িতে থাকা এক প্রতিবন্ধী দম্পতির ছেলে বিপ্লব বৈদ্যের আবাস যোজনার টাকা তুলে নেয় প্রাক্তন প্রধানের আরজিনা গাজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী সিরাজুল মোল্লা। এক গরিব ব্যক্তি মধুসূদন মন্ডলের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে প্রাক্তন প্রধান আরজিনা গাজীর ছেলে জাহাঙ্গীর গাজীর বিরুদ্ধে। লোকগীতি মধ্যে আমার আবাসন যোজনার ঘর পাচ্ছে। অনেকেরই তদন্ত হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে।

আশ্চর্যের বিষয় পরিযায়ী শ্রমিক দিলীপ বৈদ্য নামে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার ঘরের টাকা এলেও সেই টাকা অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। বর্তমানে শ্রমিকের ছেলে বিপ্লব বৈদ্য কাজ করতে বাইরে থাকেন , বাবা বিকলাঙ্গ। মা বৃদ্ধা।দুজনেই ভাঙা বাড়িতে আতঙ্কের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন।

হুইল চেয়ারে বসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ দম্পতি। একটাই দাবি তাদের ন্যায্য টাকা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এদিকে, ফালাকাটায় বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি বানরের। বুধবার ফালাকাটা ব্লকের বেংকান্দি এলাকায় ১৭ নং জাতীয় সড়কে একটি বানরকে ধাক্কা মারে বেপরোয়া একটি বাইক। ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে ওই বানরটির। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায়ই খাবারের লোভে বানরের দল রাস্তায় চলে আসে। এর ফলে হামেশাই দ্রুতগামী ছোট গাড়িগুলোর ধাক্কায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বানরের দল। এদিকে গাড়ি ও বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি করছেন এলাকাবাসীরা। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে দুষ্কৃতির ছুরির দ্বারা আঘাতে আহত দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের উত্তর-জিতপুর নর্থ-পয়েন্ট এলাকার । জানা যায়, বাড়ির পাশে দুই প্রতিবেশি যুবক বন্ধু দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এমন সময় স্থানীয় দুষ্কৃতী রমেশ সাহানি সেখানে উপস্থিত হলে বচসা বাধে। তখনই অন্ধকার নির্জন এলাকার সুবিধা নিয়ে পকেট থেকে চাকু বের করে চালাতে শুরু করে দুই যুবকের উপর। দুষ্কৃতির আক্রমণে রাজেশ সাহানি (২৮) নামে যুবকের বা-কানের উপরে ছুরিকাহত হয়। তিনটি সেলাই করা হয় বলে জানা যায়। অপর যুবক কবির সাহানি (শোহন) -কে ঘাতক মাটিতে ফেলে পেটের উপর ছুরির আঘাতে ধরাশায়ী করে বলে অভিযোগ। টের পেয়ে যুবকদের পরিবারসহ প্রতিবেশিরা বেড়িয়ে এসে ঘাতক দুষ্কৃতিকে কোনোক্রমে আটকে তার হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তারপর স্থানীয়রা দুষ্কৃতী রমেশকে রশি দিয়ে ইলেকট্রিক পোলের সাথে বেঁধে রেখে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পেটে ছুরিকাহত হওয়ায় কবির সাহানি (শোহন), আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসারত। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

দ্বিতীয় দিনের ন্যাক পরিদর্শন আলিয়ার পার্ক সার্কাস ও তালতলা ক্যাম্পাসে

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাক পরিদর্শনের বুধবার ছিল দ্বিতীয় দিন। প্রথমে যাত্রা শুরু হয় তালতলা ক্যাম্পাস দিয়ে, সকাল দশটা নাগাদ ওনারা পৌঁছে গিয়েছিলেন আলিয়া ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্যাম্পাসে। সেখানে সমস্ত কিছু পরিদর্শন করেন। তারপর সকাল ১১ টা নাগাদ পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে ন্যাক পরিদর্শন দল পৌঁছে যায়। এখানে তারা প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ঘুরে দেখেন এবং সমস্ত অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। এমনকি ক্লাসে ক্লাসে গিয়েও কথা বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। এছাড়াও তারা স্টুডেন্ট এবং অভিভাবকদের সঙ্গে বিশেষ সভা করেন। আর পিজি স্টুডেন্টস এবং রিসার্চ স্কলারদের সাথে আলাদা করে মিটিং করে সমস্ত সুবিধা অসুবিধা জানতে চান ন্যাক পরিদর্শক দলের সদস্যরা। আলিয়ার পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে তাই অধ্যাপক থেকে ছাত্র সমাজ ন্যাক দলের আতিথেয়তায় কোন খামতি রাখেনি। ন্যাক পরিদর্শক দল যথেষ্ট সময় দেওয়ায় খুশি আলিয়া কর্তৃপক্ষ। আলিয়া সূত্র জানিয়েছে, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের ক্লাসরুম ও ডিপার্টমেন্ট ডেকোরেশন দেখে ন্যাক দল খুশি হয়ে প্রশংসা করেছেন। সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে তারা উৎসাহ জুগিয়েছেন আরও উন্নতমানের করে তোলার জন্য। তবে আজকে পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আবৃত্তি, এনএসএস, এনসিসি এবং জেএমসি ডিপার্টমেন্ট থেকে ছিল স্কিল পারফরম্যান্স আর ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান। আর সর্বশেষ চমক ছিল ফোক কোরাস, যেটিতে এনএসসিসি পরিদর্শক টিম-ও খুবই আপ্লুত। সেই মুহূর্তে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনন্য দিক তুলে ধরেছে। এক কথায় জেএমসি ডিপার্টমেন্ট তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। আর সর্বশেষে জাতীয় সংগীত গেয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছোট্ট জলছবির শারদ-দীপাবলী সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ধনিয়াখালি

আপনজন: হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের কেশবপুরে ছোট্ট জলছবি পত্রিকার শারদীয়া ও দীপাবলী সংখ্যা ১৪৩১ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও লেখিকা অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় প্রাক্তন হাইস্কুলের শিক্ষিকা ও কবি শেফালি ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ওইদিন আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা, গান,বক্তৃতায় , সাহিত্য আলোচনা ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি ভরপুর হয়ে ওঠে।দুই শিশুশিল্পী চারুলতা হালদার ও চিত্রলেখা হালদার সুন্দর আবৃত্তি পরিবেশন করে। ছড়া ও কবিতা পাঠ করেন ছোট্ট জলছবির সম্পাদক রণজিৎ হালদার,শেখ সিরাজ, রাজিব মিত্র ,প্রবীর দাস ঘোষ, অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়,মদন ঘোষ,সিদ্ধার্থ মিত্র , শুভ্রা ঘোষ প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন চন্দন হালদার, সুজাতা হালদার সহ আরও অনেকে।গল্প পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ মোদক।পত্রিকা বিষয়ে সুন্দর আলোকপাত করেন ঔপন্যাসিক জারিফুল হক ও পত্রিকার সম্পাদক রণজিৎ হালদার। সঞ্চালনায় ছিলেন রণজিৎ হালদার।

বেহাল অবস্থা গুন্নানাথ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের গুন্নানাথ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হাল বেহাল । একটা সময় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থেকে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করাতেন বর্তমানে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র চিকিৎসা হয় না বললেই চলে কোন রকমে ধুকে চলছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র দেখলেই মনে হবে স্বাস্থ্য কেন্দ্র না গরুর গোয়াল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটা সময় নিয়মিত ডাক্তারের যাতায়াত ছিল বর্তমানে তা প্রায় বন্ধ যদিও বা একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছে তারও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেন না এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে দু একটি স্টাফ সকালবেলায় খুললেও ঠিক বেলা বারোটা একটার ভিতর বন্ধ হয়ে যায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দরজা একটা সময় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি কোয়ার্টার ছিল । সেখানে ডাক্তার স্টাফ সকলেই থাকতেন দিনরাত পরিষেবা পেতেন । বর্তমানে সেই সব কোয়াটার হয়ে উঠেছে গরু রাখার গোয়াল ঘর ও ওইসব কোয়াটার গুলিতে চলছে অভাতে মদের আড্ডা বিস্তার এলাকা জুড়ে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোন বাউন্ডারি ওয়ালের ব্যবস্থা নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা ও বেহাল তাহলে একদিকে যখন রাজ্যের সরকার স্বাস্থ্য নিয়ে এত বৈঠক এত কিছু তখন এইসব গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি বর্তমানে ধুকতে বসেছে।

এলাকার মানুষের দাবি স্বাস্থ্য কেন্দ্র যদি ডাক্তার ও পরিষেবা ঠিক হয় তাহলে হয়তো তাদেরকে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালে ও যেতে হয় না ছোটখাটো রোগের জন্য । তাই তাদেরকে বাধ্য হয়ে কোন শরীর খারাপ হলে ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বাঁকুড়া শহরে তাদেরকে আসতে হয় । যদি গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ঢেলে সাজানো হতো তাহলে হয়তো এই দুদিন দেখতে হতো না একটা সময় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিভিন্ন রকম রোগের চিকিৎসা হতো । আজ তা অমিল।আজ স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বর শুধু গরুর গোয়ালেই পরিণত ও মদ্যপকারীদের আতর ঘর হয়ে উঠেছে ।

যদি বা ডেপুটি সিএমওএইচ স্বীকার করেন যে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র একজন ডাক্তার ছিলেন সেই ডাক্তারকে অন্যত্ব সরি দেয়া হয়েছে । তাই বর্তমানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন কোন ডাক্তার নেই তার ফলে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে দুতো ঠিক করার ব্যবস্থা করবেন এবং এলাকায় যে মাদব মদ্দপ লোকের আড্ডা দিনকে দিন বেড়েছে তা প্রশাসন এবং পুলিশকে জানাবেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

গলসিতে আজও সাক্ষী হয়ে রয়েছে বেহুলা-লখিন্দরের গাঙ্গুর নদী

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নদী গাঙ্গুর। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যধারা ও প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার নামের সাথে জড়িয়ে আছে গাঙ্গুর নদীর নাম। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল প্রযন্ত বাংলা সাহিত্যে, গানে, নাটকে ও চলচিত্রের বারবার এসেছে এই গাঙ্গুর নদীর নাম। গাঙ্গুর নদী পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি অঞ্চলের একটি ছোট নদী বলে বেশ পরিচিত ছিল। বর্তমানে যার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব না পাওয়া গেলেও গলসীর বেশকিছু জায়গায় এই নদীর অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের জীবন কাহিনীতেও এই নদীর গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়।

কথিত আছে, লখিন্দরকে বাসরঘরে সর্পদংশনের পর কলার ভেলা করে এই নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই গাঙ্গুর নদীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে এক অমূল্য স্মৃতি বহন করে আসছে। ফলে প্রাচীন কাল থেকেই গলসির নাম ঐতিহ্যের মুকুটে মূল্যবান পালকের ভূমিকা পালন করে চলেছে গাঙ্গুর নদী। এই নদীর সাথে গলসির বহু পৌরাণিক তথ্য ও ইতিহাস জড়িত রয়েছে। স্থানীয় বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, পূর্ব বর্ধমানের গলসির কসবা এলাকায় গাঙ্গুর নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল। কেউ কেউ এই নদীর উৎপত্তি স্থল পানাগড় বলে থাকেন। তবে পানগড়ের দক্ষিণ পূর্ব কোনে গলসি ১ নং ব্লকে অবস্থিত কসবা গ্রামটি। বর্তমান দামোদর নদের বাম পাশ অর্থাৎ উত্তর দিকে প্রবাহিত হত গাঙ্গুর। এই নদীকে ঘিরেও বসতি গড়ে উঠেছিল। তাছাড়াও বণিক চাঁদ সওদাগরের বসতবাড়িও এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলেই এখনও লোকমুখে প্রচারিত হয়। দামোদর ও এই নদীপথ ধরে তিনি তার ব্যবসা শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। মোগল আমলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বণিক চাঁদ সওদাগরের চম্পাইনগরী পরগণার নাম উল্লেখ আছে। যেটি বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ১ নং ব্লকের কসবা গ্রামে অবস্থিত।

এখনও মানুষের মুখে মুখে রটে কসবা চম্পাইনগরী বা চম্পকনগর এর নাম।

১৯৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত দামোদরকে বাংলার দুঃখের নদ বলা হত। প্রায় প্রতি বছরই দামোদরের বন্যায় প্লাবিত হত রাজ্যের শস্যভান্ডার বর্ধমান জেলা। তখন থেকেই বর্ধমানের মূল শস্যভান্ডার বলা হত গলসিকে। ১৭০০ থেকে ১৮০০ শতাব্দী সময় দামোদরের বন্যার কারণে সাধারণ মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যেত। সেই সময় গাঙ্গুর নদী গলসির মানুষের জন্য বিধাতার দেওয়া সেরা উপহার বলে বিবেচিত হত। ১৯১৩ সালের বন্যায় যখন গলসি ও বর্ধমানের বেশিরভাগ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, তখন বাঁকা ও গাঙ্গুর নদী অতিরিক্ত বন্যার জল সরিয়ে দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। তবে বন্যার কারণে দামোদরের বালি ও পলি এসে গাঙ্গুর নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি শুরু করে। অনেকের মতে, ১৯৪৩ সালের বন্যায় গাঙ্গুরের বহু জায়গা মজে সমতলভূমির আকার নেয়।

অন্যদিকে বর্ধমান জেলাকে বাঁচাতে ১৯৪০-এর দশকে দামোদরের মূল চ্যানেলের দুই পাশে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, গাঙ্গুর নদী দামোদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে গাঙ্গুর খণ্ডিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত জলাভূমি ও জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। পাশাপাশি সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের ফলে দামোদর ও তার শাখা নদী গাঙ্গুর পরিবহন ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তার অতীত গৌরব হারাতে শুরু করে। এরপর কালক্রমে গাঙ্গুর ভরাট হয়ে গেলে তা কৃষিজমিতে পরিণত হয়ে যায়।

তবুও, বর্তমানে গাঙ্গুরের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে। গলসির, কসবা, আঁতুসী, মিঠাপুর, পলাশী সহ বেশকিছু গ্রামে তার কিছুটা অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। এলাকার কসবা ও আতুসী কিছু মাঠ আজও গাঙ্গুর মাঠ নামে পরিচিত। তবে গাঙ্গুর নদী এখন সাধারণ মানুষের সম্পত্তি বলেই পরিচিতি। কালক্রমে গাঙ্গুর তার অস্তিত্ব হারালেও মানুষের মুখে মুখে আজও রটে এই নদীর নাম। যা প্রাচীন কাল থেকেই গলসির সুনাম বৃদ্ধি করেছে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত, চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা লখিন্দর কাহিনীর সত্যতাও বহন করে এই গাঙ্গুর নদী।

দু'বছরেও সূর্যপুর সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ সাধারণ মানুষদের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: দু'বছরেও শেষ হল না বারুইপুরের গুরুত্বপূর্ণ সূর্যপুর সেতুর নির্মাণ কাজ। দু'বছর শেষ হয়ে গেল। তারপরেও বারুইপুরের কুলপি রোডের গুরুত্বপূর্ণ সূর্যপুর সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ সাধারণ মানুষের । অভিযোগ,প্রশাসনিক বৈঠকে বলা হয়েছিল, পুজোর আগেই সেতুটি চালু হয়ে যাবে।কিন্তু কাজের গতি অত্যন্ত শ্লো থাকায় পুজো পেরিয়ে গেলেও তা শেষ হল না। এতে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন। তাঁদের অভিযোগ, কাজ ঠিক সময়ে শেষ করার ব্যাপারে কোনও নজরদারি করছে না প্রশাসন।তবে বারুইপুর পূর্ত দপ্তরের এক অতিরিক্ত বাস্তুকার বলেন, আগামী নতুন বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে সেতুটি চালু হয়ে যাবে।খালে হিউম পাইপ ফেলার কাজে একটু সমস্যা হচ্ছে। তাই দেরি হয়েছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসের দিকে এখানে থাকা কংক্রিটের সেতু ভেঙে ফেলা হয়পূর্তদফতর নতুন করে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে। এই সেতুর উপর দিয়েই জয়নগর থেকে শুরু করে রায়দীঘি, মন্দিরবাজার, মৈপীঠ, মথুরাপুর, কুলতলি সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া যায়। বারুইপুরে আসতে গেলে এর উপর দিয়েই আসতে হয়। এলাকার বাসিন্দাদের।দাবি, সূর্যপুরে সব্জির বড় হাট বসে। ব্যবসায়ীদের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দুই বছর হয়ে গেলে ও একটা সেতু নির্মাণ শেষ হল না। আর কত বছর সময় লাগবে, তা প্রশাসনের লোকজনই বলতে পারবে।তবে প্রশাসনের তরফে দ্রুত সেতু চালু হবে জানা গেল।

ভাগা লায়ন্স ক্লাবের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: বুধবার ভাগা লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় মুমূর্ষু রোগীদের রক্তের যোগান অব্যাহত রাখতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় । সকাল ১১ টার সময় সম্পাদক রক্তদানের সূচনা করেন। এই রক্তদান শিবিরে ২৫ জন মহিলা সহ মোট ৮৩ জন রক্তদান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে ক্লাবের পক্ষ থেকে শংসাপত্র ও ব্যাগ দেওয়া হয়। ক্লাবের সভাপতি মহির উদ্দিন মন্ডল জানান, আমাদের এই রক্তদান শিবির করার মূল উদ্দেশ্য হল যাতে অসহায় মানুষদের কয় একফোঁটা রক্ত দিয়ে পাশে থাকা যায়। *ছবি: মোঃ ইসরাইল সেখ*

গিলের ছাট উদয়ন ক্লাবের রক্তদান শিবির

মাফরুজা মোল্লা ● মথুরাপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের গিলের ছাট গ্রামে।গিলের ছাট উদয়ন স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে। থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষু রোগীদের কথা মাথায় রেখে।গিলের ছাট উদয়ন স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজিত হল বুধবার। রক্তদান শিবিরে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন রক্তদান করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে রক্তের সংকট চলছে।মুমূর্ষু রোগীরা রক্তের অভাবে মরণাপন্ন।সেই সংকট মেটাতে গিলের ছাট উদয়ন স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে জানান ক্লাব কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি ভদ্রেশ্বর বৈদ্য, সম্পাদক রাজা বৈদ্য, রাস কমিটির সভাপতি অনিল হালদার, সম্পাদক তন্ময় মন্ডল প্রমুখ।

পরিত্যক্ত আবাসনে চুরি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রকাশ্য দিনের বেলায় চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কেন্দ্রীয় লবণাক্ত মৃত্তিকা গবেষণা সংস্থার পরিত্যক্ত আবাসনে। স্থানীয়রা ওই যুবক কে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতের নাম সেখ আকবর।ধৃতের বাড়ি ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকায়। পুলিশ ধৃত যুবক কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়ে এদিন দুপুরে কেন্দ্রীয় লবণাক্ত মৃত্তিকা গবেষণা সংস্থার পরিত্যক্ত আবাসনে ঢুকে পড়ে ওই যুবক। সেখানে লোহার গ্রীল চুরি করছিল বলে অভিযোগ। আবাসনে ওই অপরিচিত যুবক কে দেখতে পায় নিরাপত্তা রক্ষী। হইচই শুরু হয়। পালিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয়রা ধরে ফেলে। ক্যানিং থানায় খবর দিলে পুলিশ ওই যুবককে আটক করে।

রাজ্য জুড়ে হচ্ছে জয় জোহার মেলা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে জয় জোহার মেলা।মালদাহের হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল ব্লকে পালিত হল জয় জোহার মেলা। সেখানে প্রথমে সিধু কানু, পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু, ফুলো মূর্মু ও ঝানু মুমূর ছবিতে মাল্য দান করে প্রদীপ প্রজ্জলন মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করা হয়। একটি শুভযাত্রা র‍্যালির মধ্যে দিয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের কে নিয়ে গাজোলের স্থানীয় এলাকা দিয়ে র‍্যালি করা হয়।এদিন আদিবাসী গুণীজনদের সংবর্ধনা , উপভোক্তদের সরকারি সুবিধা প্রদান, জমি স্বাক্ষরতা বিষয়ক আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার শেষ দিনে আদিবাসীদের নিয়ে ফুটবল, তীরন্দাজি, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পুরস্কার বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ভূমি দপ্তরের পক্ষে থেকে পাট্টা বিলি, মুরগির ছানা বিতরণ, কৃষি দপ্তর থেকে শস্য বীজ বিতরণ, মৎস্যজীবী থেকে মৎস্য ক্রেডিট কার্ড বিতরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের এসি সার্টিফিকেট প্রদান, আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রীও দিয়ে থাকেন।

বাগনান থানার পথ সচেতনতা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাগনান থানার উদ্যগে সেভ ড্রাইভ,সেভ লাইফ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল দেউলটির ঈশ্বরীপুর এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে।কর্মসূচির অংশ হিসাবে একটি সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান করা হয়।এদিন বাগনান থানার উদ্যগে জাতীয় সড়কের পাশে ভারী যানবাহন চালকদের নিয়ে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস জানান, "পথদুর্ঘটনা রুখতে সেভ ড্রাইভ,সেভ লাইফ কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করা হচ্ছে।এই কর্মসূচিতে আমরা ভালো সাড়াও পাচ্ছি"।এদিনের এই কর্মসূচিতে প্রশাসনের আধিকারিকরা ভারী যানবাহন চালকদের পাশাপাশি পথচলতি সাধারণ মানুষদের সচেতন করেন।

দাওয়াত الدعوة

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২১ নভেম্বর, ২০২৪

- জিকিরে মেলে প্রশান্তি
- মৃত্যুর আহ্বান
- জুমার নামাজে পরিপাটি পোশাক পরার বিশেষ নির্দেশনা
- ইসলামে শিক্ষা ও ব্যবসার গুরুত্ব

জিকিরে মেলে প্রশান্তি

সফিউল্লাহ

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অপার মাধ্যম হলো জিকির। জিকির অত্যন্ত সহজ একটি আমল। আল্লাহর জিকির ও স্মরণে ঈমানদারের অন্তর প্রশান্ত হয়। খাঁটি ঈমানদার সবসময় জিকিরে নিমগ্ন থাকে। জিকির যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে করা যায়, শোয়া, বসা, পবিত্র, অপবিত্র- অবস্থায়ও কোনো না কোনো জিকির বিধিসম্মত থাকে।

জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা, বর্ণনা করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর স্মরণকে জিকির বলা হয়। সব ইবাদতের রুহ হচ্ছে আল্লাহর জিকির। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সর্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে তাঁর জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।' (সূরা আহজাব : ৪১-৪২) এখানে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা বলতে জিকিরকে উদ্দেশ করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে (তারা বলে) হে পরওয়ারদিগার! এসব নিয়ে অনর্থক সৃষ্টি করেননি।' (সূরা আলে ইমরান-১৯১)

আল্লাহর জিকিরকারীর উপমা হলো জীবিত ব্যক্তি আর যে জিকির করে না তার উপমা হলো মৃত ব্যক্তি। তাই অন্তরকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য জিকিরের বিকল্প নেই। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে আল্লাহর জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতদের মতো।' (বুখারি-৬৪০৭)

জিকিরের মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 'যারা পরহেজগার, শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।' (সূরা আরাফ-২০১)

আল্লাহ পাকের জিকিরের অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। মহানবী সা: সেগুলো আমাদের জানিয়েছেন। এর যেকোনো একটি অবলম্বন করলেই জিকির সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূল সা: বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা সর্বোত্তম জিকির'। (তিরমিজি-৩৩৮৩)

মানুষ যখন ডিপ্রেশনে থাকে। চরম বিরক্তিকর অবস্থায় সময় কাটায়। মন যখন ছটফট করে, পেরেশানিতে থাকে। তখন আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 'যারা ঈমান আনে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই শুধু হৃদয় প্রশান্ত হয়।' (সূরা রাদ-২৮)

জিকির ভালো ও দ্রুত ঘুমের জন্যও উত্তম একটি মাধ্যম। আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত- আবদল্লাহ রা: বলেছেন, আল্লাহর জিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর জিকির করে। (আদাবুল মুফরাদ-১২২০)

জুমার নামাজে পরিপাটি পোশাক পরার বিশেষ নির্দেশনা

শরিফ আহমাদ

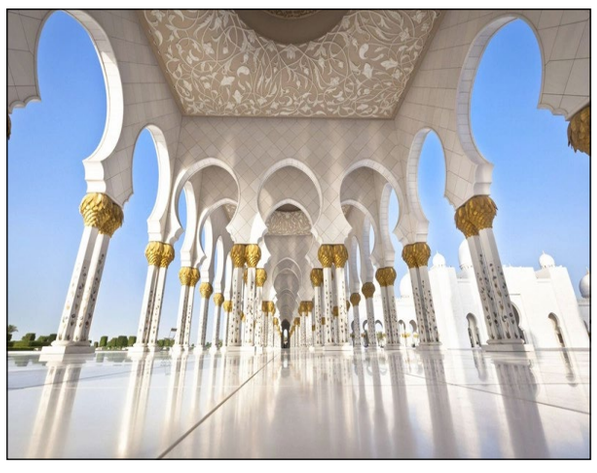

শুক্রবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। কুরআন-হাদিসে জুমার দিনের অনেক গুরুত্ব, ফজিলত ও আমল বর্ণিত হয়েছে। উত্তম পোশাক পরিধান করে নামাজ আদায়ের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এখানে জুমার নামাজের পোশাক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো–

জুমার নামাজের জন্য বিশেষ পোশাক

শরিয়তে নারী-পুরুষের নির্ধারিত সতর ঢাকার বিধান দেওয়া হয়েছে। নামাজের সময় পরিপাটি হয়ে আরো উত্তম পোশাক পরিধান করে নামাজ আদায় করতে হয়।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা (সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ) গ্রহণ করো।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

সুরা মুদ্দাসসিরের ৪ নম্বর আয়াতে নামাজের সময় পবিত্র পোশাক পরিধান করার কথা বলা হয়েছে। সুন্দর পোশাক পরিধান করা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মানুষ চায় যে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? নবী করিম সা. বলেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দর ভালোবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা। (মুসলিম, হাদিস : ১৬৭; আবু দাউদ, হাদিস : ৪০৯২)

জুমার দিনের পোশাক

রাসূল সা. জুমার দিন উত্তম পোশাক পরিধানের গুরুত্ব দিতেন। অথচ বেশির ভাগ মানুষ এ ক্ষেত্রে উদাসীন। ঈদের নামাজের মতো জুমার প্রস্তুতি নিতে হয়। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. জুমার দিন লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তাদের বেদুইনদের পোশাক পরিহিত দেখেন। তখন রাসূল সা. বলেন, তোমাদের কী হলো? যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার কাজকর্মের সময় ব্যবহৃত কাপড় দুখানা ছাড়া জুমার নামাজের জন্য আরো দুখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে। (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৭৮; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১০৯৬)

কাপড় ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর প্রিয় রং ছিল সাদা। তিনি এই রঙের কাপড় ব্যবহারের কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কারণ তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদের দাফন করবে এবং তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ইসমাদ। এতে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পলকের পশম উৎপন্ন করে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৩৮; তিরমিজি, হাদিস : ৯৯৪)

যথানিয়মে জুমা আদায়ের পুরস্কার আল্লাহ তাআলা জুমার দিনকে আখেরি নবীর উম্মতদের উপহার দিয়েছেন। নেকি অর্জন করার বড় মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান এবং অন্য সুন্নত পালনে আছে ক্ষমার ঘোষণা। আবু সাঈদ খুদরি রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমায় উপস্থিত হলো, কারো কাঁধ ডিঙিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী সুন্নত নফল পড়ল, অতঃপর খতিব (খুতবার জন্য) বের হওয়া থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকল, তার এই নামাজ এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গুনাহর) কাফফারা হবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৩; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ২৭৭৮)

মা-বাবার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি

শাহরিয়ার হোসেন

ইসলামে মা-বাবার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্য হলে ইহকালে ও পরকালে বহু ক্ষতি হয়। এখানে ইহকালীন কিছু ক্ষতি বর্ণনা করা হলো–

১. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির রিজিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোনো বরকত হয় না। আবু হুরায়রা রা. ও আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রিজিকে প্রশস্ততা কামনা করে এবং বয়সে বরকত চায়, তার উচিত সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। (বুখারি, হাদিস : ২০৬৭, মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৭)

কারো জন্য নিজ মা-বাবার চেয়ে নিকটাত্মীয় আর কেউ নেই। তাই মা-বাবার আনুগত্য রিজিকে ও হায়াতে বরকতের কারণ।

২. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, রবের সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৮৯৯)

৩. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হয়! কুরআনের এক আয়াতে এর ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সৎ কাজ করল সে তা তার ভালোর জন্যই করল। আর যে মন্দ কাজ করল সে অবশ্যই এর প্রতিফল ভোগ করবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো জুলুম করেন না।' (সুরা : হামিম আস-সাজদা, আয়াত : ৪৬)

৪. কোনো সন্তান তার মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার কারণে মা-বাবা তাকে কোনো বদদোয়া বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তিনটি দোয়া কখনো নামঞ্জুর করা হয় না– সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া, রোজাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৮)

আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর নির্দেশনা অনুসরণের প্রতিদান

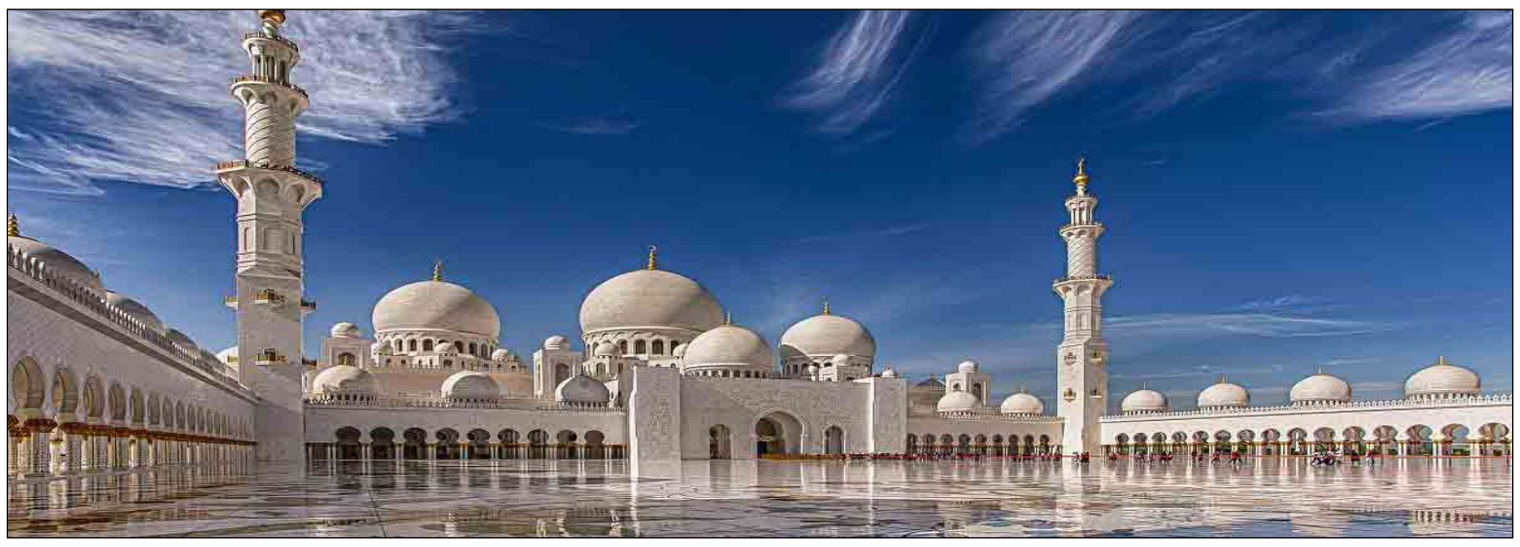

উম্মে আহমাদ ফারজানা

মানবজাতির সাফল্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর আনুগত্য করা এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসকে মেনে নেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলে দাও! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কর্তব্য হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।' (সুরা : নূর, আয়াত : ৫৪)

রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করলে আল্লাহরই আনুগত্য করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করে থাকে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই আনুগত্য করে থাকে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৮০)

জীবনের সব ধরনের আমল কুরআন-হাদিস মোতাবেক হতে হবে। এর মধ্যেই মানবতার সার্বিক সফলতা নিহিত আছে।

আর আমল কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণে না হলে তা নিঃসন্দেহে বাতিল বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনুগত্য করো, আর (তা না করে) তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট কোরো না।' (সুরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ৩৩)

রাসূলুল্লাহ সা. যা করতে আদেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' (সুরা : হাশর, আয়াত : ৭)

সব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মেনে নিতে হবে। এটাই মুসলমানদের সফলতার পথ। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর বিরোধিতা ভ্রষ্টতার পথ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজেদের ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৩৬)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অমিয় বাণী গ্রহণ করলে বিশ্বের পথহারা মানুষ সঠিক পথ পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব, তোমার রবের শপথ! তারা কখনো মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নেবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৬৫)

আল্লাহ ও রাসূল সা.-কে অনুসরণের মাধ্যমেই মানবজাতি সর্বোত্তম মর্যাদা পাবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তবে তারা ওই ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীরা, সত্য সাধকরা, শহীদরা ও সৎকর্মশীলরা। আর এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৬৯)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করব ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর এটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১১৫)

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করলে মানুষ সঠিক পথ পাবে, বিরোধিতা করলে পথভ্রষ্ট হবে। হুজায়ফা রা. বলেন, হে কুরআন পাঠকারীরা! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর ওপর) সুদৃঢ় থেকো। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা ডান দিকের কিংবা বাঁ দিকের পথ অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে পড়বে। (বুখারি, হাদিস : ৭২৮২)

কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরলেই মানবজাতি ধ্বংসের পথ থেকে বেঁচে যাবে। আর কুরআন-সুন্নাহ মজবুতভাবে আঁকড়ে না ধরলে এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো চললে মানুষ অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে যে তারা তো শুধু নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি পথভ্রষ্ট আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৫০)

কুরআন-সুন্নাহ জানার পরও যদি কোনো ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশিমতো চলে এবং সত্য বিষয় জানার পরও যদি বেশির ভাগ মানুষ যেদিকে চলছে সেদিকে চলে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি যদি দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকের কথার অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১১৬)

মহান আল্লাহ আমাদের কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন।

মৃত্যুর আহ্বান

মিজান

হায়াত-মাউতের সমষ্টি হলো মানুষের জিন্দেগি। যে বস্তু হায়াত লাভ করেছে, তার মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর রয়েছে নির্দিষ্ট সময়। ঠিক সময়মতো মৃত্যু উপস্থিত হবে সবার দ্বারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না।' (সূরা নাহল-৬১)
মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু নতুন জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরা ইউনুস-৫৬)
মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে মানুষ খুঁজে পায় জীবনের মূল রহস্য, অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য। কেন তাকে হায়াত দেয়া হয়েছে, কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার কী করা উচিত। এসব উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় মৃত্যু নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে।
জীবন-মৃত্যু সবকিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, '(আল্লাহ) যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।' (সূরা মুলক-২)
কুরআন ও হাদিসে জীবনকে উত্তম কাজে ব্যয় করতে, জীবনকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো। ১. যৌবনকে বার্ধক্যের আগে। ২. সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে। ৩. সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের অগে। ৪. অবসরকে ব্যস্ততা আসার আগে। ৫. জীবনকে মূল্যায়ন করো মৃত্যু আসার আগে।' (মুস্তাদরাকে হাকেম-৭৮৪৬)
ইরশাদ হয়েছে, 'হে মু'মিনরা, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।' (সূরা মুনাফিকুন : ৯-১১)
মৃত্যুর আহ্বান এসে স্মরণ করিয়ে দেয় চাকচিক্যময় দুনিয়া থেকে প্রস্থান নেয়ার কথা। প্রস্তুত হতে বলে আখিরাতের জীবনের জন্য। তাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এমন ব্যক্তিদের জন্য কুরআনে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। 'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।' (সূরা নাজিয়াত : ৪০-৪২)

ইসলামে শিক্ষা ও ব্যবসার গুরুত্ব

পাশারুল আলম

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সমান গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলামে শিক্ষা এবং জীবিকার ব্যবস্থা, উভয়কেই অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ (অবশ্যক) করা হয়েছে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবসাকে সুন্নত হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। নবী করিম সা. নিজেও জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবসা করে অতিবাহিত করেছেন। যা সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আজকের দিনে মুসলমানরা শিক্ষায় পিছিয়ে, ব্যবসায় বিমুখ। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু অন্য কথা বলে।
ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আলোকপাত করা হয়, তাহলে দেখা যায়, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সুরা আলাক: ১) এই আয়াতটি ইসলামের প্রথম অবতীর্ণ নির্দেশ, যা শিক্ষা অর্জনের উপর আলোকপাত করে। ইসলামে শিক্ষাকে শুধু দুনিয়াবি উন্নতির মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং আখিরাতের সফলতার জন্যও অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়েছে। নবী করিম সা. বলেছেন: "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।" (ইবনে মাজাহ: ২২৪) তবে ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি দুনিয়াবি জ্ঞানও অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে মানুষ নিজেদের জীবিকা ও সমাজব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারে। এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ যতটা আধ্যাত্মিক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে পার্থিব জীবনে ব্যক্তি, সমাজ ও কওমের প্রতি তেমন দায়বদ্ধ নয়। এই দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইসলাম পরিপূর্ণতা পায় না। তাই ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়া উভয়বিধ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই জন্য নবী নিজেই ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। মুসলিমদের ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই ইসলামে ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি নবীজির জীবনের বহু মুখী আদর্শের একটি আদর্শ। ইসলামে ব্যবসা একটি সম্মানজনক পেশা, যা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। নবী করিম সা. বলেছেন: "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিনে নবী, সত্যবাদী ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।" (তিরমিজি: ১২০৯) তার কারণ নবীজির জীবনে ব্যবসার ভূমিকা অনন্য। তিনি অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। হজরত খাদিজা রা.-এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে তিনি এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেন। তার সততা ও ন্যায়পরায়ণতা মক্কার মানুষের কাছে তাকে "আল-আমিন" উপাধিতে ভূষিত করেন।
বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,
বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে ভারত ভূখণ্ডে মুসলমানদের একটি বড় অংশ শিক্ষায় যেমন পিছিয়ে রয়েছে, তেমনি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছে। অন্যদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের অনীহা এবং ঝুঁকি গ্রহণে অনাগ্রহও একটি বড় সমস্যা। আসলে ইসলামের শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানের পথ খুঁজে আমরা আমাদের জীবন ও জীবিকাকে একটি ধারাবাহিক ইসলামী জীবন পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এর জন্য মুসলিম সমাজকে ব্যবসায় উৎসাহিত করতে হবে। নবীজির আদর্শ অনুসরণ করে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ব্যবসায় অংশ নেওয়া মুসলিম সমাজের জন্য একটি অনিবার্য বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে।
এযুগে পুঁজি ব্যবস্থায় বৃহৎ ব্যবসা করা সবার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ছোট ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক দিনে হয়তো বড় শহরে মূল স্থানে ব্যবসা করার সুযোগ তেমন ভাবে হয়ে উঠবে না। তাই গ্রামীণ এলাকার ছোট বা বড় গঞ্জ গুলিতে ছোট ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। এই সমস্ত দোকানে স্বল্প লাভ রেখে কম মূল্যে ভালো মানের পণ্য সরবরাহ করা। এতে মানুষ যদি নিজের এলাকায় বড় শহরের সমান মূল্যে জিনিস পত্র কিনতে পারে তাহলে মানুষ আকৃষ্ট হবে। এতে করে একদিন ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া যৌথ উদ্যোগ মুসলিম সমাজ একটি স্থায়ী পদ্ধতিগত দিক গুলি বিচার বিশ্লেষণ করে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা যেতে পরে। একই ছাদের তলায় বিভিন্ন ধরনের দোকান স্থাপন করা। যাতে করে মানুষ তার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একই কমপ্লেস এসে সংগ্রহ করতে পারে। যেমন, মুদিখানা, কাপড়ের দোকান, ওষুধের দোকান। হার্ডওয়ার সহ একাধিক প্রয়োজনীয় দোকান সমুহ। এখানে থেমে না থেকে মানবিক সুবিধা প্রদান করা দরকার। মার্কেটে প্রস্রাব-পায়খানা ও নামাজের জন্য জায়গা রাখা, যা খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করবে।
যাদের হাতে একটু অর্থ আছে তারা ছোট বড় শিল্প স্থাপন করতে পারেন। বড় শিল্প সম্ভব না হলে কুটির শিল্প স্থাপন করা, তেমন সমস্যা হবে না। এতে যেমন নিজের পরিবার চলবে তেমনি কিছু কিছু বেকার যুবক যুবতির কর্মসংস্থান হবে। এটা করতে পারলে চতুর্মুখী সুবিধা পাওয়া যাবে। এক, একটি সুন্নত আদায় হল। দুই, নিজের পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা হলো। তিন, আরোও কিছু ছেলে মেয়েকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব হল। চার, এতে রাষ্ট্র গঠনে নিজের ভূমিকা স্থাপন করা সম্ভব হল।
এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা সুস্পস্ট। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "আর আমি কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাদের কাজের মাধ্যমে, যাতে তারা একে অপরের কাছ থেকে কাজ করিয়ে নেয়।" (সুরা যুখরুফ: ৩২)
এখানে স্পষ্ট যে, জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পেশার মধ্যে ব্যবসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে নবী করিম সা. আরও বলেছেন: "তোমাদের কেউ কখনো তার হাতের কাজকে হালাল উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাবার খাবে না।" (বুখারি: ২০৭২)
ইসলামে এত সুস্পস্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও কেন মুসলিম সমাজ পেছনে পরে আছে। তার জন্য কারণ কি ? দায়ী কে ? সেই বিশ্লেষণে না গিয়ে এটুকু বলা যেতে পারে। বড় দেরি হয়ে গেছে। আর নয়, আজ থেকে কাজ শুরু করা। কেননা, ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার শিক্ষা দেয়। শিক্ষাকে ফরজ করে এবং ব্যবসাকে উৎসাহিত করে এটি মানুষের উন্নতির জন্য একটি পথ দেখায়। পথ দেখায় দেশের কল্যাণের। মুসলমানদের উচিত, শিক্ষায় মনোযোগী হওয়া এবং ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হওয়া। নবীজির সুন্নত অনুসরণ করে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবসায় অংশগ্রহণ করলে তা শুধু দুনিয়ার উন্নতি নয়, আখিরাতের সফলতাও নিশ্চিত করবে।
আসুন, আমরা নিজেদের জীবনে এই শিক্ষাগুলো বাস্তবায়িত করি এবং মুসলিম সমাজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

কুরআনের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

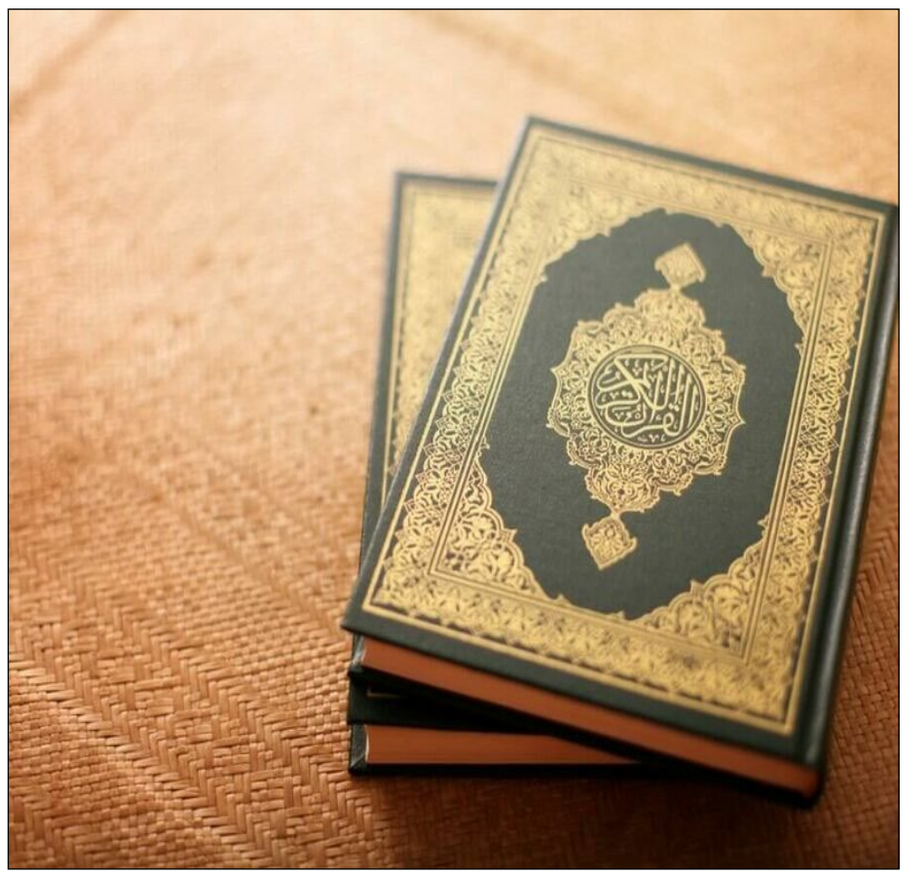

মুহাম্মদ আশরাফ আলী

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে।
মানুষকে আল্লাহ এতটাই মর্যাদা দিয়েছেন যে, প্রথম মানব আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন তাঁকে সেজদা করে।
মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুরা বনি ইসরাইলের ৭০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে- 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং জলে-স্থলে তাদের আরোহণ করিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র বস্তু দিয়ে রিজিক দিয়েছি এবং আমার বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (এসব আমার দয়া ও অনুগ্রহ)।
আল্লাহর দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান। তাঁর কাছে তারাই বেশি সম্মানিত যারা পরহেজগার এবং আল্লাহভীরু। এক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্য, ক্ষমতা বা অন্য কিছু বিবেচনায় আসবে না।
মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ও তার কারণ উল্লেখ করে সুরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।' আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব যাতে উপলব্ধি করা যায়, সে জন্য মানুষকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়েছে।
পবিত্র কুরআনের সুরা তিন-এর ৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ মানব সন্তানের বাহ্যিক অবকাঠামো ও রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আমি মানুষকে অতি সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।'
সুরা আলে ইমরানের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরও ইরশাদ করেন, 'তিনিই তো ওই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মায়েদের গর্ভে নিজের ইচ্ছামতো আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'
অন্য আয়াতে মানব সৃষ্টির উপাদান বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি।' সুরা হিজর-২৬।
মানুষের শারীরিক অবকাঠামো গঠন, বৃদ্ধি ও পরবর্তী পর্যায়ের বিশদ বর্ণনা দিয়ে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'হে লোক সকল! মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা কোনো সন্দেহ পোষণ করে থাক (তাহলে ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট থেকে, তারপর রক্তপি- থেকে, পরে মাংসপি- থেকে যা আকৃতি সম্পন্নও হয়, আবার আকৃতিবিহীনও; যেন তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। আমি যেটিকে (শুক্রকীটকে) ইচ্ছা করি একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে তোমাদেরকে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি। ফলে তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ করে থাক। আর তোমাদের মধ্যে কাউকে এর আগেই মৃত্যু দেওয়া হয়। আবার কাউকে নিকৃষ্টতম জীবন (বার্ধক্যের) দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়, ফলে সে সবকিছু জেনে নেওয়ার পরও কিছু জানে না। আপনি শুষ্ক জমিন দেখতে পাচ্ছেন। পরে যখনই আমি তার ওপর পানি বর্ষণ করি সহসাই তা সতেজ হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে এবং তা সব প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপাদন করতে শুরু করে দেয়। সুরা হজ-৫।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ইবাদত করার জন্যই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল আহজাবের ৪১ ও ৪২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে- 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'

সূরা কাওসারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শরিফ আহমাদ

পবিত্র কুরআনের ১০৮ নম্বর সূরা কাওসার। এটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। তিন আয়াত বিশিষ্ট এটিই কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা। প্রথম আয়াতের কাউসার শব্দ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মুহাম্মাদ সা:-কে দেয়া সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা ও নিয়ামতের বর্ণনা ব্যক্ত করা হয়েছে। সমস্ত ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করার এবং শত্রুদের নির্মূল হয়ে ইসলাম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ সূরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই-
সূরা কাওসারের শানে নুজুল : এ সূরার শানে নুজুল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে আব্বাস রা: বলেন, মদিনার সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় পদার্পণ করলে কুরাইশরা তাকে বলল, আপনি কি আমাদের সম্প্রদায়ের সেই শিকড় কাটা ও নির্বংশ লোকটিকে দেখেছেন? যে নিজেকে আমাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথচ আমরাই হাজীদের পুরনো খাদেম। তাদের আমরাই পানি পান করিয়ে থাকি এবং আমরাই নেতৃস্থানীয় লোক। তখন তাদের বাজে মন্তব্যের প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা 'ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আবতার' আয়াতটি নাযিল করেন । মূলত রাসূল সা:-এর ছেলেরা শৈশবে ইন্তেকাল করেন। এ কারণে কাফেররা তাকে আবতার অর্থাৎ শেকড়হীন ইত্যাদি বলে ঠাট্টা-বিদ্রপ করত। বিশেষ করে যখন কাসেমের ইন্তেকাল হলো তখন আস ইবনে ওয়ায়েল বলল, মুহাম্মদ নির্বংশ হয়েছে। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা কাউসার নাজিল করেন। এর মাধ্যমে রাসূল সা:-কে সান্তনা দেয়া হয়। (তাফসিরে জালালাইন-৭/৫৯১)
শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হাউজে কাওসার : আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা:-কে হাউজে কাওসার উপহার দিয়েছেন। এটি শ্রেষ্ঠ এক উপহার। আবু উবাইদা রহ. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা:-কে আল্লাহর বাণী 'ইন্না আতাইনা কাল কাওসার'-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'কাওসার' এমন একটি নহর যা তোমাদের নবী মুহাম্মদ সা:-কে প্রদান করা হয়েছে। এর দুটো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো রয়েছে খোলা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির অনুরূপ। (বুখারি-৪৬০৫)
শিরক ও বিদয়াতমুক্ত কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের ময়দানে হাউজে কাওসারের পানি পান করার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, একদিন রাসূল সা: আমাদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ তার কিছুটা তন্দ্রার ভাব হলো। এরপর তিনি মুচকি হেসে মাথা উঠালেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ কিসে আপনার হাসি এলো? তিনি বললেন, 'এই মাত্র আমার ওপর একটি সূরা নাজিল হয়েছে। এই বলে তিনি সূরা কাওসার তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, তোমরা কি জানো কাউসার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, সেটি হলো একটি নহর। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যার ওয়াদা করেছেন। সেখানে বহু কল্যাণ রয়েছে। সেটি একটি জলাশয়। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত (পানির জন্য) সেখানে আসবে। তার গ্লাসের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। তারপর তাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, পরওয়ারদিগার সে তো আমার উম্মত। বলা হবে, আপনার জানা নেই যে আপনার পরে এরা কী বিদয়াত উদ্ভাবন করেছিল?'(মুসলিম-৭৭৯)
সূরা কাওসার থেকে শিক্ষা : মক্কার কাফেররা মনে করেছিল রাসূল সা:-এর সন্তানরা ইন্তেকাল করায় বংশ প্রদীপ নিভে যাবে। তার শরিয়ত দীর্ঘায়িত হবে না। সূরা কাওসারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার জবাব দিয়েছেন। তিনি রাসূল সা:-কে লক্ষ করে বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ।' আল্লাহর ওয়াদা প্রতিফলিত হয়েছে। কাফেররা বিশাল অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্ত হয়েছে। তাদের নাম নিশানা মুছে গেছে। আর রাসূল সা:-এর বংশধারা পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর বিধান নবীর সুন্নাহ মেনে চলছে। পৃথিবীতে এখনো সমুজ্জ্বল তার নাম ও মর্যাদা। সমকালীন যে কাফের-মুশরিকরা মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন করে, ইসলামের আলো নির্বাপিত করতে চায় তারাই অচিরে ধ্বংস হবে। ইসলাম বিশ্বের বুকে সূর্যের ন্যায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

সন্তোষ ট্রফিতে গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচে বিহারের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল বাংলার ছেলেরা

আপনজন ডেস্ক:সন্তোষ ট্রফিতে গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচে বিহারের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল বাংলার ছেলেরা। এদিন প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন রবি হাঁসদা। না হলে টানা তৃতীয় ম্যাচে জয় পেতে পারত বাংলা। এই ম্যাচে বিহারের সঙ্গে ড্র করার ফলে ৩ ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকে মূলপর্বে পৌঁছে গেল সন্তোষ ট্রফির ইতিহাসে সফলতম দল বাংলা। প্রথম ম্যাচে ঝাড়খণ্ডকে ৪-০ উড়িয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরপ্রদেশকে ৭-০ উড়িয়ে দেয় বাংলা। বুধবার অবশ্য প্রথম দুই ম্যাচের মতো ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারল না বাংলা। এদিন বিহারের ফুটবলাররা অত্যন্ত রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়ে মাঠে নামেন। এলোমেলো পা চালিয়ে বাংলার ছন্দ নষ্ট করে দেওয়াই বিহারের লক্ষ্য ছিল। বিহারের এই কৌশল সফল হয়। তাতে অবশ্য বাংলার কোনও ক্ষতি হয়নি। কারণ, গ্রুপের শীর্ষে থেকে মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে বাংলার ড্র করলেই চলত। এদিন জয় পেলেও বিহারের পক্ষে গ্রুপের শীর্ষে থাকা সম্ভব হত না। কারণ, গোলপার্থক্যে অনেক এগিয়েছিল বাংলা। ফলে বিহারের কাছে হেরে গেলেও মূলপর্বে পৌঁছে যেত বাংলা। এই নিয়মরক্ষার ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট মূলপর্বের খেলা শুরু হওয়ার আগে বাংলা দলের জন্য সতর্কবার্তা হতে পারে।

এবারের সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের আয়োজক রাজ্য তেলঙ্গানা। ফলে সরাসরি মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে তেলঙ্গানা। গতবার ফাইনাল খেলা গোয়া ও সার্ভিসেসও সরাসরি মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাকি ৩৫ দলকে ৯ গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। সব গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা দলগুলি মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করছে। এই ১২ দলকে ২ গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতি গ্রুপ থেকে ৪টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপে ৩ ম্যাচে কোনও গোল হজম না করে ১১ গোল করলেও, মূলপর্বে বাংলার লড়াই সহজ হবে না। বিশেষ করে কেরলের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই হতে চলেছে।

লিভিংস্টোনকে টপকে আবারও এক নম্বরে পান্ডিয়া

আপনজন ডেস্ক: ভারত খেলছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইংল্যান্ড দল ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভিন্ন কন্ডিশনের এই দুই সিরিজে পরোক্ষে লড়াই চলেছে হার্দিক পান্ডিয়া-লিয়াম লিভিংস্টোনের মধ্যে। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের সেই লড়াইয়ে জয় শেষ পর্যন্ত ভারতীয় তারকার।
লিভিংস্টোনকে টপকে অলরাউন্ডারদের টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন পান্ডিয়া।
৩১ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডার এ নিয়ে দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠছেন। এর আগে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে জায়গা করেছিলেন পান্ডিয়া।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হয়েছে গত ১৫ নভেম্বর। ভারতের ৩-১ ব্যবধানে জয়ের এই সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন পান্ডিয়া। আর সিরিজ জয় নিশ্চিত করা ম্যাচে তিন ওভার বোলিং করে ৮ রানে নিয়েছিলেন ১ উইকেট। সব মিলিয়ে পান্ডিয়ার রেটিং এখন ২৪৪, দুই ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন শীর্ষে।
১ নম্বরে যিনি ছিলেন, সেই লিভিংস্টোন ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলেছেন ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এর মধ্যে শেষ ম্যাচটি বৃষ্টিতে পণ্ড হয়। বাকি চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে সিরিজ-ট্রফি হাতে তুলেছে ইংল্যান্ড। লিভিংস্টোন চার ম্যাচের তিনটিতে ব্যাট করে একটিতে অপরাজিত ২৩ এবং বাকি দুটিতে ৩৯ ও ৪ রান করে। আর বল হাতে চার ম্যাচে নেন ৩ উইকেট। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অবদানের দিক থেকে পান্ডিয়ার কাছে পিছিয়ে গেছেন লিভিংস্টোন। ২৩০ রেটিং পয়েন্টে ইংলিশ অলরাউন্ডারের অবস্থান এখন ৩ নম্বরে। ২৩১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরী।পান্ডিয়া ছাড়াও র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে ভারতের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ সেঞ্চুরিসহ মোট ২৮০ রান করা তিলক ভার্মা এগিয়েছেন ৬৯ ধাপ। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর অবস্থান এখন তিনে।
ব্যাটিংয়ের শীর্ষ দুটি জায়গায় যথারীতি অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। টি-টোয়েন্টি বোলারদের ১ ও ২ নম্বরও অপরিবর্তিত। শীর্ষে ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ, দুইয়ে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন পিছিয়ে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা উঠে এসেছেন তিনে।

কোহলিকে বাতিলের খাতায় ফেলছে না অস্ট্রেলিয়ানরা

আপনজন ডেস্ক: ব্যাট-বলের লড়াই তো শুরু শুক্রবার থেকে, পার্থে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্ট দিয়ে। সেই লড়াই যখন ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার, মাঠের খেলা শুরুর আগে মাঠের বাইরে কথার লড়াই হবে না, সে কি হয় নাকি! আর সেই লড়াই হয় নানাভাবে। কখনো প্রতিপক্ষকে শব্দ দিয়ে আক্রমণ করে, কখনোবা প্রশংসায় ভাসিয়ে। ভাবছেন প্রশংসায় ভাসিয়ে আবার মনস্তাত্ত্বিক লড়াই হয় কী করে! হয়, মাঠে নামার আগেই একটা প্রত্যাশার চাপ তৈরি করা হয় ওই খেলোয়াড়ের ওপর। সেটাও এক রকম কৌশলের অংশ।
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক আর বর্তমান দলের অফ স্পিনার নাথান লায়ন হেঁটেছেন সে পথেই। ক্লার্ক তাঁর উত্তরসূরিদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ছন্দহীন কোহলি প্রথম টেস্টে যদি রান পেয়ে যান, তাহলে সিরিজজুড়ে রানের ফোয়ারা ছুটবে তাঁর ব্যাট থেকে। আর লায়ন কোহলি-রোহিতদের সাম্প্রতিক বাজে ফর্ম নিয়ে বলেছেন, চ্যাম্পিয়নদের কখনো বাতিলের খাতায় ফেলতে নেই!
১১৮ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে ২০১ ইনিংসে ব্যাট করেছেন কোহলি। সেঞ্চুরি আছে ২৯টি। কিন্তু সর্বশেষ চার বছরে ৬০ ইনিংস খেলে তাঁর সেঞ্চুরি মাত্র দুটি। ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে কোহলির এমন সেঞ্চুরি-খরা নিয়ে কথা বলছেন অনেকেই। তবে ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোহলির পারফরম্যান্সের বিষয়টি তুলে এনে সতর্ক করেছেন কামিন্স-স্টার্কদের। ক্লার্ক রেভস্পোর্টজকে বলেছেন, ‘আমি যদি ঠিকভাবে মনে করতে পারি, অস্ট্রেলিয়াতে কোহলির সাফল্য অনেক–১৩ টেস্টে ৬টি সেঞ্চুরি।’
ক্লার্ক এরপর যোগ করেন, ‘তার এখনো অনেক কিছু দেওয়ার আছে। সে ক্ষুধার্ত থাকবে এবং জানে এখানকার কন্ডিশন তার জন্য মানানসই। এই সিরিজে ভারত যদি ভালো খেলে বা জেতে, তাহলে সে-ই তাদের হয়ে সর্বোচ্চ রান করবে। একজন অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে আমি চাইব, অস্ট্রেলিয়া তাকে আটকে রাখুক। যদি সে প্রথম ম্যাচে রান পায়, তাহলে পুরো সিরিজেই পাবে এবং এটা মনে রাখতে হবে। সে লড়াই পছন্দ করে। তার চারপাশের আবহটা দেখো, এটা তাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।’
এ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৫ ইনিংস ব্যাট করেছেন কোহলি। মাত্র ২০.৩৩ গড়ে পেয়েছেন ৪৮৮ রান। কোনো সেঞ্চুরি নেই, ফিফটি আছে মাত্র দুটি। সর্বোচ্চ স্কোর ৭৬ রানের। এসব পরিসংখ্যান দেখে সতীর্থদের বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে লায়ন। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকেটডটকমডটএইউতে তিনি বলেছেন, ‘ওর ক্যারিয়ার পরিসংখ্যানের দিকে তাকান। কোহলিকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া আমি আর কিছু পাই না।’
আসন্ন বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে কোহলির উইকেটই লায়নের কাছে সবচেয়ে আরাধ্য, ‘এটা লুকানোর কিছু নেই যে আমি তাকে আউট করতে চাই; কিন্তু এটা একটা চ্যালেঞ্জ।’ শুধু কোহলির ছন্দে না থাকাই নয়, বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির লড়াই শুরু হওয়ার আগে আরও সমস্যা আছে ভারত দলে। সদ্যোজাত সন্তানের পাশে থাকতে পার্থে প্রথম টেস্টে খেলবেন না অধিনায়ক রোহিত। চোটে পড়েছেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান শুবমান গিল। এ ছাড়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে খেলতে যাওয়ার আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ হেরেছে ভারত।
এরপরও ভারতকে নিয়ে সতর্ক লায়ন, ‘তারা সব সময়ই বিপজ্জনক। মহাতারকায় ঠাসা একটি দল তারা। দলে অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তরুণ প্রতিভাও আছে এবং আপনি বাতিলের খাতায় ফেলতে পারবেন না। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটি ভালো লেগেছে। কিন্তু আমরা অনেক বছর ধরে খেলে আসা সেরা ভারত দলকেই এখানে আশা করছি।’

আইপিএলের নিলাম: ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ অবস্থা পন্টিংদের, ভনের চোখে ‘ফালতু সিদ্ধান্ত’

আপনজন ডেস্ক: রিকি পন্টিং, জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও ড্যানিয়েল ভেট্টোরিরা এখন যে পরিস্থিতিতে পড়েছেন, সেটাকে বাংলায় বলা যায় ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ অবস্থা। পার্থ টেস্ট নাকি আইপিএলের নিলাম, কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখবেন, এ নিয়ে ভালো দোটানায় পড়তে হয়েছে তাঁদের। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত একটা নিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু সেটা ঠিক হলো কি না, এ নিয়ে সন্দেহ আছে নিজেদেরও। ঘটনাটা হয়তো এরই মধ্যে অনেকের জানা হয়ে গেছে। আগামী শুক্রবার (২২ নভেম্বর) পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ভারতের মধ্যে পাঁচ টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। পার্থ টেস্ট চলাকালেই ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হবে আইপিএলের মেগা নিলাম। এখন রিকি পন্টিং ও জাস্টিন ল্যাঙ্গার আছেন পার্থ টেস্টের জন্য চ্যানেল সেভেনের ধারাভাষ্যদলে। আর সাবেক নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ভেট্টোরি এখন অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের সহকারী কোচ। ফলে তিনজনেরই পার্থ টেস্টে ব্যস্ত সময় কাটানোর কথা। সমস্যা হচ্ছে, এই দায়িত্বের পাশাপাশি তিনজনই আবার যুক্ত আছেন আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে। পন্টিং পাঞ্জাব কিংসের প্রধান কোচ, ল্যাঙ্গার লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের এবং ভেট্টোরি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। ফলে আইপিএলের নতুন মৌসুমের দল গোছানোর জন্য এই তিনজন জেদ্দার মেগা নিলামে থাকবেন, এটাই প্রত্যাশিত। পার্থ টেস্টের প্রথম দিন ধারাভাষ্য দেবেন পন্টিং-ল্যাঙ্গার। সেদিন রাতেই জেদ্দার বিমানে চড়বেন দুই অস্ট্রেলিয়ান। দুই দিনব্যাপী নিলামে অংশ নিয়ে আবার ফিরবেন অস্ট্রেলিয়ায়। সাধারণত নিলামে খেলোয়াড় কেনার টেবিলে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকদের সঙ্গে কোচ, সহকারী কোচ, অধিনায়কেরা থাকেন। এবার যেহেতু মেগা নিলাম–প্রতিটি দলই গড়ে ১০ জন করে কিনবে। যে কারণে নিলামের সময় টিম ম্যানেজমেন্টে থাকা ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই নিলামে উপস্থিত থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্টে নিজেদের দায়িত্ব ফেলে জেদ্দায় যাবেন ভেট্টোরি, পন্টিং ও ল্যাঙ্গার। আপাতত যা খবর, পার্থ টেস্টের প্রথম দিন ধারাভাষ্য দেবেন পন্টিং-ল্যাঙ্গার। সেদিন রাতেই জেদ্দার বিমানে চড়বেন দুই অস্ট্রেলিয়ান। দুই দিনব্যাপী নিলামে অংশ নিয়ে আবার ফিরবেন অস্ট্রেলিয়ায়। তবে পার্থ টেস্টের ধারাভাষ্যে দুজনকে আর পাওয়া যাবে না। ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু অ্যাডিলেড টেস্টে আবার পাওয়া যাবে দুজনকে। ভেট্টোরির নিলামে থাকা আরও জরুরি অন্য একটা কারণে। কারণ, নিলামে হায়দরাবাদের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তিনি তখন পার্থে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন। যে কারণে নিলামে কোচ, অধিনায়ক–দুজনের অনুপস্থিতি যে করেই হোক এড়াতে চায় হায়দরাবাদ। অস্ট্রেলিয়াও তাই অনেকটা বাধ্য হয়েছে নিলামের জন্য ছুটি দিচ্ছে সহকারী কোচকে। অস্ট্রেলিয়া দলের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রধান কোচ হিসেবে ড্যানের (ভেট্টোরি) ভূমিকাকে আমরা খুবই সমর্থন করি। আইপিএল নিলামে যোগ দেওয়ার আগে ড্যান (ভেট্টোরি) প্রথম টেস্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে নেবেন। তারপর (নিলাম থেকে ফিরে) তিনি বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির বাকি অংশে দলের সঙ্গে থাকবেন।’ এ রকম পরিস্থিতিতে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই খুব বিব্রত পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম দ্য এজ-কে বলেছেন, ‘আমার ও জেএলের (জাস্টিন ল্যাঙ্গার) জন্য এটা সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। কয়েক মাস ধরে আমরা ভাবছিলাম, দুই টেস্টের মাঝে দিন দশেকের বিরতি থাকবে এবং তখন নিলামটা হবে। এতে দুই দলের খেলোয়াড়দের ওপর থেকে চাপটাও কমত। দুই দলেরই অনেক খেলোয়াড় আছে নিলামে। আমি জানি না কেন এই তারিখে নিলাম রাখা হলো। হয়তো খেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে, হয়তো টিভি সম্প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার থাকতে পারে।’

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে, তাই ইস্টবেঙ্গল ত্যাগ শ্রাচী স্পোর্টসের কর্তাদের

আপনজন ডেস্ক: মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জেরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ-সভাপতি পদ থেকে সরে গেলেন শ্রাচী স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি এবং চেয়ারপার্সন তমাল ঘোষাল।
বুধবার এক বিবৃতিতে রাহুল ও তমাল জানিয়েছেন, ‘আমরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করছি। শ্রাচী স্পোর্টস এখন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইনভেস্টর। আমরা সেখানে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পদে আছি। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে আমাদের ভূমিকা বাড়ছে। একইসঙ্গে আমাদের দায়বদ্ধতাও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ-সভাপতি হিসেবে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। সবদিক খতিয়ে দেখে আমরা সবপক্ষের স্বার্থরক্ষা করার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে আমরা যেভাবে যুক্ত ছিলাম, তা অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা যে সাহায্য পেয়েছি, যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, ক্লাবে থাকার সময় যে স্মৃতি রয়েছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ। আমরা ক্লাবের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আইএসএল এবং এএফসি প্রতিযোগিতায় ভালো পারফরম্যান্সের লক্ষ্যে জানুয়ারিতে নতুন ট্রান্সফার উইন্ডোতে একাধিক বিদেশি ফুটবলারকে বদল করতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট। তার জন্য অর্থ দরকার। শ্রাচী স্পোর্টসের কর্তারা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে হয়তো অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে হত না। কিন্তু রাহুল ও তমাল এখন সাদা-কালো শিবিরে। ফলে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের।
চলতি আইএসএল-এ ৭ ম্যাচ খেলে এখনও জয় পায়নি ইস্টবেঙ্গল। ২৯ নভেম্বর পরের ম্যাচে লাল-হলুদ ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। সেই ম্যাচে জয় পেতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল।

খোখো প্রতিযোগিতায় সেরা হল পিজিজিআইপিই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা
আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেনের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ মহাবিদ্যালয় মহিলাদের খো খো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল পোস্ট গ্রাজুয়েট গভর্মেন্ট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ১৫-৪ পয়েন্টে হারায় ন’হাটা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়কে। মোট সাতটি কলেজ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী সাতটি এবং অন্য চারটি কলেজ থেকে বাছাই খেলোয়াড়দের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের ডিরেক্টর অধ্যাপক অনির্বাণ সরকার। এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করে খেলার উদ্বোধন করেন আয়োজক কলেজের অধ্যক্ষ ড. লনা মুখার্জি। স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য তথা হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন জানান, ‘বিভিন্ন খেলার বিজয়ীদের আগামী ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে।’

ঝাড়খণ্ডের বি ডিভিশন ক্রিকেট লিগে দ্বিতীয় জয় ভাঙড় একাডেমির

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়
আপনজন: প্রতিবেশী ঝাড়খন্ড রাজ্যের বি ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি।
এদিনের ম্যাচ টি জেসিডি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৬১ রানের বিশাল সংগ্রহ করে। জবাবে মাত্র ৩৩ রানে গুটিয়ে যায় ডিসিএ গ্রিন ক্রিকেট একাডেমি। ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির কিশোর ১০৪ রান করেন। ফিরোজ করেন ৫৪ রান। আসিফ করেন ৩৩ রান। ৩২ রান করেন আকতারুল। ৩ উইকেট টি করে নেন ত্রিদিব ও শুভঙ্কর। ২ টি উইকেট নেন রিজওয়ান। ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির কোচ আবু বক্কার মোল্লা আপনজন প্রতিনিধি কে জানান, আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ফাইনাল খেলা।

গলসির পুরসায় ফুটবল খেলার সেমিফাইনালে উঠল কাটোয়া

আজিজুর রহমান ● গলসি
আপনজন: পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের তৃতীয় দিনের খেলায় জয়ী হল কাটোয়া একাইহাট। এদিন তারা ট্রাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে পান্ডুয়াকে পরাজিত করে। জানা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের আয়োজনে শুরু হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা, যেখানে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। এদিনের খেলায় কাটোয়া একাইহাট এন.এম.ও.এস ও পান্ডুয়া ফুটবল একাডেমি মুখোমুখি হয়। ম্যাচের ৬ মিনিটে পেনাল্টিতে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পান্ডুয়ার খেলোয়াড় সুদীপ্ত মুর্মু। ২৯ মিনিটে সেই গোল পরিশোধ করেন কাটোয়ার খেলোয়াড় প্রদীপ রাজবংশী। যার ফলে প্রথম অর্ধে খেলার ফলাফল ছিল ১-১। দ্বিতীয় অর্ধে উভয় দলের খেলোয়াড়রা দর্শকদের দারুণ খেলা উপহার দেন। ফলে নির্ধারিত সময়ে খেলা অমিমাংসিত থেকে যায়। খেলার ফলাফল নির্ধারণ করতে ট্রাইব্রেকারের সাহায্য নেওয়া হয়। ট্রাইব্রেকারে ৫টি সটে একটি গোল আটকে দেয় কাটোয়া। ফলে ট্রাইব্রেকারে তারা জয়লাভ করে। খেলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন কাটোয়ার খেলোয়াড় প্রদীপ রাজবংশী।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**